শ্রীমদ্ভাগবত

একাদশ স্কন্ধ

"সাধারণ ইতিহাস"

(দ্বিতীয় ভাগ– অধ্যায় ১৩-৩১)

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-এর

শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য সহ
ইংরেজী SRIMAD BHAGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

ptpdas. mayapur

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন

এই অধ্যায়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে মানুষ ইন্দ্রিয় তর্পণের দরুন বিহ্বল হয়ে পড়ে, তার ফলে সে জড়া প্রকৃতির তিন গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়, এবং কীভাবে এই গুণগুলি থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তারপর ভগবান ব্যাখ্যা করলেন কীভাবে তিনি ব্রহ্মা এবং সনকাদি চতুঃকুমারদের সম্মুখে হংস রূপে আবির্ভূত হয়ে তাঁদের কাছে বিভিন্ন গোপনীয় সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণই জড় বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, আত্মার সঙ্গে নয়। আমাদের উচিত সত্ত্বগুণের দ্বারা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট রজোগুণ ও তমোগুণকে পরাজিত করা, এবং দিব্য শুদ্ধ সত্ত্বে আচরণ করে সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করা। সাত্ত্বিক বস্তুর সঙ্গ প্রভাবে আমরা আরও পূর্ণমাত্রায় সেই গুণে অধিষ্ঠিত হতে পারি। বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্র, জল, স্থান, কাল, কর্মের উত্তরাধিকারী, কর্মের ধরন, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্র, পুরশ্চরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এই তিন গুণ তাদের বিভিন্ন প্রভাব বৃদ্ধি করে।

মন সাধারণত সত্ত্বগুণে থাকার কথা, কিন্তু বিচারবোধের অভাবে দেহকে সে আত্মা বলে মনে করে। এইভাবে ক্লেশদায়ী রজোগুণ সেই মনকে অধিকার করে বসে। সংকল্প এবং বিকল্পের দ্বারা তার প্রভাব বৃদ্ধি করে মন এক প্রবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। দুর্ভাগা লোকেরা রজোগুণের তাড়নায় বিহ্বল হয়ে তাদের ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। যদিও তারা জানে যে, তাদের কর্মের ফল ক্রমে ক্লেশদায়ক হবে, তবুও তারা তাদের সকাম কর্ম থেকে বিরত হতে পারে না। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কিন্তু ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু থেকে অনাসক্ত থাকেন এবং যথোপযুক্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করে শুদ্ধ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শ্রীব্রহ্মার কোনও জড়জাগতিক কারণ নেই। তিনিই সমস্ত জীবের সৃষ্টির কারণ এবং তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তবুও শ্রীব্রহ্মা তাঁর কর্তব্যের জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন মনে থাকেন। তাই যখন তাঁর সনকাদি মানস পুত্ররা তাঁকে ইন্দ্রিয় তর্পণের বাসনা দূরীকরণের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাদের উত্তর প্রদান করতে সমর্থ হননি। এই ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাপন্ন হন। তখন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সম্মুখে হংস অবতার

রূপে অবতীর্ণ হন। ভগবান হংস বিভাগ ক্রমে আত্ম পরিচয়, চেতনার বিভিন্ন পর্যায় (জাগ্রত চেতনা, সুপ্ত চেতনা ও সুসুপ্তি) এবং বদ্ধ দশা থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবানের বাক্য শ্রবণ করে সনকাদি ঋষিগণ তাঁদের সমস্ত সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে পরিপক্ক ভগবৎ প্রেমে শুদ্ধভক্তির দ্বারা তাঁর পূজা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা বুদ্ধের্ন চাত্মনঃ ।
সত্ত্বেনান্যতমৌ হন্যাৎ সত্ত্বং সত্ত্বেন চৈব হি ॥ ১ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এইভাবে জানা যায়; **গুণাঃ**—জড়াপ্রকৃতির গুণাবলী; **বুদ্ধেঃ**—জড় বুদ্ধি; **ন**—নয়; **চ**—এবং; **আত্মনঃ**—আত্মাকে; **সত্ত্বেন**—জাগতিক সত্ত্বগুণের দ্বারা; **অন্যতমৌ**—অন্য দুটি (রজ ও তম); **হন্যাৎ**—ধ্বংস হতে পারে; **সত্ত্বম্**—জাগতিক সত্ত্বগুণ; **সত্ত্বেন**—শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা; **চ**—ও (ধ্বংস হতে পারে); **এব**—নিশ্চিত রূপে; **হি**—অবশ্যই।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—সত্ত্ব, রজ এবং তম জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণ জড় বুদ্ধির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা আত্মার প্রতি নয়। জাগতিক সত্ত্বগুণ বর্ধনের দ্বারা আমরা রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করতে পারি। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে আচরণ করার মাধ্যমে আমরা জড় সত্ত্বগুণ থেকেও মুক্ত হতে পারি।

তাৎপর্য

জড় জগতে সত্ত্বগুণ কখনই শুদ্ধরূপে থাকে না। সুতরাং সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, জড়স্তরে কেউই ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতিরেকে কার্য করে না। জড় জগতে সত্ত্বগুণ সর্বদাই কিছু পরিমাণে রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত থাকে, পক্ষান্তরে দিব্য বা শুদ্ধ সত্ত্বগুণ (বিশুদ্ধ সত্ত্ব) বলতে বোঝায় মুক্ত বা সিদ্ধ স্তর। জাগতিকভাবে সৎ এবং অনুকম্পাশীল মানুষ নিজেকে গর্বিত বোধ করেন, কিন্তু তিনি যদি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত না হন, তবে তিনি এমন কিছু সত্য কথা বলবেন, যা বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর তাঁর প্রদত্ত কৃপাও অন্তিমে কোনও কাজে লাগে না। কারণ জাগতিক কালচক্রের অগ্রগতির সাথে সাথে সমস্ত পরিস্থিতি বিদূরিত হয়, আর জড় স্তরের মানুষেরা তাদের তথাকথিত করুণা বা সত্য এমন স্থানে

আরোপিত করে যা অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। বাস্তব সত্য হচ্ছে নিত্য, আর প্রকৃত করুণা মানে মানুষকে নিত্য সত্যে উপনীত করা। তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণে আচরণ করা, তার কৃষ্ণভাবনা লাভের প্রাথমিক সোপান স্বরূপ হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মাংসাহারের প্রতি আসক্ত সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বুঝতে পারে না। তবে জাগতিক সত্ত্বগুণে আচরণ করার মাধ্যমে সে নিরামিষাশী হতে পারে এবং কৃষ্ণভাবনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির প্রশংসাও করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতির গুণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই আমাদের জাগতিক সত্ত্বগুণের উন্নত স্তরে থাকাকালীন, দিব্যস্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কালচক্রের আবর্তনের ফলে আমরা পুনরায় জাগতিক তমোগুণের অন্ধকারে পতিত হতে পারি।

শ্লোক ২

সত্ত্বাদ্ ধর্মো ভবেদ্ বৃদ্ধাৎ পুংসো মদ্ভক্তিলক্ষণঃ ।
সাত্ত্বিকোপাসয়া সত্ত্বং ততো ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ২ ॥

সত্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণ থেকে; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় নিয়মাবলী; **ভবেৎ**—উৎপন্ন হয়; **বৃদ্ধাৎ**—উজ্জীবিত হয়; **পুংসঃ**—মানুষের; **মৎ-ভক্তি**—আমার প্রতি ভক্তির দ্বারা; **লক্ষণঃ**—বোঝা যায়; **সাত্ত্বিক**—সাত্ত্বিক বস্তুর; **উপাসয়া**—কঠোরভাবে অনুশীলনের দ্বারা; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ততঃ**—সেই গুণ থেকে; **ধর্মঃ**—ধর্মীয় নিয়মাবলী; **প্রবর্ততে**—উৎপন্ন হয়।

অনুবাদ

জীব যখন দৃঢ়ভাবে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়, তখন ধর্মের নিয়মাবলী, যা আমার প্রতি সেবার মাধ্যমে বোঝা যায়, তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত আচরণগুলি অনুশীলন করার মাধ্যমে আমরা সত্ত্বগুণ বর্ধন করতে পারি। এইভাবে ধর্মীয় নিয়মাবলীর উন্নতি সাধিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ যখন প্রতিনিয়ত বিরোধ করে চলেছে, শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রতিযোগিতা করে চলেছে, তখন সত্ত্বগুণ যে রজ এবং তমোগুণকে দমন করবে, তা কীভাবে সম্ভব? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে আমরা সত্ত্বগুণে দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারি, যাতে আপনা থেকেই ধর্মীয় নিয়মাবলীর উন্নয়ন ঘটবে। *ভগবদ্গীতার* চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে সত্ত্ব,

রজ ও তমোগুণের বর্ণনা করেছেন। এইভাবে খাদ্য, স্বভাব, কার্য, প্রমোদ ইত্যাদি কঠোরভাবে সত্ত্বগুণের আচরণ দ্বারা তিনি সেই গুণে অধিষ্ঠিত হবেন। সত্ত্বগুণের মাধ্যমে সহজেই ধর্মীয় নিয়মাবলী এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা ব্যতিরেকে সত্ত্বগুণও অর্থহীন এবং এটিও জড় মায়ার আর একটি দিক মাত্র। '*বৃদ্ধ্যৎ*' শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, আমাদেরকে বিশুদ্ধ সত্ত্বে উপনীত হতে হবে। *বৃদ্ধ্যৎ* শব্দে বর্ধন বোঝায়, আর এই বর্ধন যতক্ষণ না পূর্ণতা লাভ করছে, ততক্ষণ এর কোনও বিরতি হওয়া উচিত নয়। সত্ত্বগুণের পূর্ণ পরিপক্কতাকে বলা হয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা দিব্যস্তর, যে স্তরে অন্য কোনও গুণের লেশ মাত্রও থাকে না। শুদ্ধ সত্ত্বে সমস্ত জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়, আর তাতে আমরা খুব সহজেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নিত্য প্রেমময় সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারি। ধর্ম বা ধর্মীয় নিয়মাবলীর সেটিই প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য।

শ্রীল মধ্বাচার্য এই ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হলে ধর্মীয় নিয়মাবলী আরও তেজস্বী হয় এবং শক্তিশালীভাবে ধর্মীয় আচরণ পালন করলে সত্ত্বগুণ আরও তেজস্বী হয়। এইভাবে আমরা পারমার্থিক সুখে অধিক থেকে অধিকতর অগ্রগতি লাভ করতে পারি।

শ্লোক ৩

ধর্মো রজস্তমো হন্যাৎ সত্ত্ববৃদ্ধিরনুত্তমঃ ।
আশু নশ্যতি তন্মূলো হ্যধর্ম উভয়ে হতে ॥ ৩ ॥

ধর্মঃ—ভগবৎসেবা ভিত্তিক ধর্মীয় নিয়মাবলী; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **হন্যাৎ**—ধ্বংস করে; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণের; **বৃদ্ধিঃ**—বৃদ্ধির দ্বারা; **অনুত্তমঃ**—মহত্তম; **আশু**—সত্বর; **নশ্যতি**—নাশ হয়; **তৎ**—রজ এবং তমোগুণের; **মূলঃ**—মূল; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **উভয়ে হতে**—যখন উভয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদ

ধর্মীয় নিয়মাবলী, সত্ত্বগুণের দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত হয়ে, রজ ও তমোগুণের প্রভাব বিনাশ করে। যখন রজ এবং তমোগুণ পরাস্ত হয়, তখন তাদের মূল কারণ, অধর্ম, খুব সত্বর বিদূরীত হয়।

শ্লোক ৪

আগমোঽপঃ প্রজা দেশঃ কালঃ কর্ম চ জন্ম চ ।
ধ্যানং মন্ত্রোঽথ সংস্কারো দশৈতে গুণহেতবঃ ॥ ৪ ॥

আগমঃ—ধর্মশাস্ত্র; অপঃ—জল; প্রজাঃ—জনসাধারণের সঙ্গ বা সন্তানাদির সঙ্গ; দেশঃ—স্থান; কালঃ—সময়; কর্ম—কর্ম; চ—এবং; জন্ম—জন্ম; চ—এবং; ধ্যানম্—ধ্যান; মন্ত্রঃ—মন্ত্রোচ্চারণ; অথ—এবং; সংস্কারঃ—শুদ্ধতা লাভের প্রক্রিয়া; দশ—দশ; এতে—এই সমস্ত; গুণ—প্রকৃতির গুণের; হেতবঃ—হেতু।

অনুবাদ

ধর্মশাস্ত্র, জল, নিজ সন্তানাদির সঙ্গ বা জনসাধারণের সঙ্গ, বিশেষ স্থান, কাল, কর্ম, জন্ম, ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ এবং শুদ্ধতা লাভের প্রক্রিয়া অনুসারে প্রকৃতির গুণগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রাধান্য লাভ করে।

তাৎপর্য

উল্লিখিত দশটি বিষয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গুণ রয়েছে। সেগুলিকে সাত্ত্বিক রাজসিক বা তামসিক রূপে বোঝা যায়। সাত্ত্বিক ধর্মশাস্ত্র, শুদ্ধ জল, সত্ত্বগুণসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে একটু বিচার-বুদ্ধি করে চললে আমরা সত্ত্বগুণ বর্ধন করতে পারি। এই দশটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি যদি প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণের দ্বারা কলুষিত থাকে, তবে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে তা এড়িয়ে চলা উচিত।

শ্লোক ৫

তত্তৎ সাত্ত্বিকমেবৈষাং যদ্ যদ্ বৃদ্ধাঃ প্রচক্ষতে ।
নিন্দন্তি তামসং তত্তদ্ রাজসং তদুপেক্ষিতম্ ॥ ৫ ॥

তৎ তৎ—সেই সমস্ত বস্তু; সাত্ত্বিকম্—সত্ত্বগুণে; এব—বস্তুত; এষাম্—দশটি বিষয়ের মধ্যে; যৎ যৎ—যা কিছুই; বৃদ্ধাঃ—অতীতের ঋষিগণ, যেমন-ব্যাসদেব, যাঁরা বৈদিক জ্ঞানে নিপুণ; প্রচক্ষতে—তারা প্রশংসা করে; নিন্দন্তি—নিন্দা করে; তামসম্—তমোগুণে; তৎ তৎ—সেই সমস্ত বস্তু; রাজসম্—রজোগুণে; তৎ—ঋষিদের দ্বারা; উপেক্ষিতম্—উপেক্ষিত, প্রশংসা বা উপহাস কোনটিই নয়।

অনুবাদ

যে দশটি বিষয় সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলেছি, সেগুলির মধ্যে যে সমস্ত ঋষিরা বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধি করেছেন তাঁরা, সাত্ত্বিক বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশংসা ও অনুমোদন করেছেন, তামসিক বিষয়গুলিকে উপহাস ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, এবং রাজসিক বস্তুগুলিকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন।

শ্লোক ৬

সাত্ত্বিকান্যেব সেবেত পুমান্ সত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে ।
ততো ধর্মস্ততো জ্ঞানং যাবৎ স্মৃতিরপোহনম্ ॥ ৬ ॥

সাত্ত্বিকানি—সাত্ত্বিক বস্তুসমূহ; **এব**—বস্তুত; **সেবেত**—অনুশীলনীয়; **পুমান্**—সেই ব্যক্তি; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ; **বিবৃদ্ধয়ে**—বর্ধন করতে; **ততঃ**—তা থেকে (সত্ত্বগুণ বর্ধন); **ধর্মঃ**—ধর্মপরায়ণ; **ততঃ**—তা থেকে (ধর্ম); **জ্ঞানম্**—জ্ঞান প্রকাশিত হয়; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **স্মৃতিঃ**—আত্মোপলব্ধি, নিজের স্বরূপ মনে রাখা; **অপোহনম্**—দূর করা (জড় দেহ ও মন নিয়ে মোহাচ্ছন্ন মিথ্যা পরিচয়)।

অনুবাদ

যতক্ষণ না আমরা প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞান লাভ করে জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ সৃষ্ট জড়দেহ আর মন দ্বারা মিথ্যা পরিচয় বিদূরিত করতে পারছি ততক্ষণই আমাদের সত্ত্বগুণের সমস্ত কিছু অনুশীলন করতে হবে। সত্ত্বগুণ বর্ধনের ফলে আমরা আপনা থেকেই ধর্মের উপলব্ধি এবং অনুশীলন করতে পারি। এইরূপ অনুশীলনের দ্বারা দিব্যজ্ঞান জাগ্রত হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি সাত্ত্বিক আচরণ অনুশীলন করতে চান তাঁকে এই সমস্ত বিষয়গুলি অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে। যে সমস্ত শাস্ত্র আনুষ্ঠানিকতা আর মন্ত্র শিখিয়ে জড় অজ্ঞতা বর্ধিত করবে সেগুলি নয়, তাঁকে সেই সমস্ত ধর্ম শাস্ত্র অনুশীলন করতে হবে, যেগুলি জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আর মানসিক জল্পনা-কল্পনা থেকে অনাসক্ত করবে। এই ধরনের জড় শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কোনও গুরুত্ব দেয় না, তাই সেগুলিকে নাস্তিক শাস্ত্র বলা যায়। তৃষ্ণা নিবারণ এবং স্নানাদির জন্য শুদ্ধ জল গ্রহণ করা উচিত। ভক্তদের ক্ষেত্রে পায়খানার জন্য সুগন্ধী জল, গন্ধদ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার মদ, যেগুলি হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে কলুষিত জল মাত্র, এসব ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের উচিত যাঁরা জড়জগৎ থেকে অনাসক্তি অনুশীলন করছেন, তাঁদেরই সঙ্গ করা, যারা জাগতিক ভাবে আসক্ত বা পাপাচারী, তাদের সঙ্গ নয়। যে সমস্ত স্থানে বৈষ্ণবরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন এবং আলোচনা করেন, সেই সমস্ত নির্জন স্থানে আমাদের বাস করা উচিত। ব্যস্ত রাজপথ, বাজার, ক্রীড়াঙ্গন এ সবের প্রতি আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। সময়ের ব্যাপারে আমাদের উচিত ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগ করা এবং সেই মঙ্গলময় ব্রাহ্মমুহূর্তকে কৃষ্ণভাবনা উন্নয়নে ব্যবহার করা। তদ্রূপ, অশুভ সময় যেমন—মধ্যরাত্রি, যখন ভূত-প্রেত আর অসুরেরা কার্যকরী হতে উৎসাহ পায়, সেই সময়গুলি আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। কর্ম সম্পর্কে, আমাদের কর্তব্যকর্ম করতে হবে, ভক্তজীবনের বিধিনিষেধগুলি পালন করতে হবে। আর আমাদের সর্বশক্তি পবিত্র উদ্দেশ্যে উপযোগ করতে হবে।

অনাবশ্যক বা জাগতিক কাজে সময় অপচয় করা যাবে না। সময় অপচয়ের জন্য আজকাল অনেক সংস্থা বেরিয়েছে। জন্মের ক্ষেত্রে, সত্ত্বগুণে আমরা সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করার মাধ্যমে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করতে পারি। আমরা যেন রজ ও তমোগুণ প্রভাবিত অনুমোদিত নয় এমন কোনও তান্ত্রিক বা ঐ ধরনের সংস্থা থেকে তথাকথিত পারমার্থিক জন্ম বা দীক্ষা গ্রহণ না করি। আমাদের উচিত পরমেশ্বর ভগবানকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা হিসাবে জেনে তাঁর ধ্যান করা। সেইভাবে আমাদের মহান ভক্ত এবং সাধু ব্যক্তিদের জীবন নিয়ে ধ্যান-ধারণা করা উচিত। আমরা যেন কামুকী নারী আর হিংসুক মানুষের ধ্যান না করি। মন্ত্রের ব্যাপারে, আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা উচিত, অন্য গান, শ্লোক, কবিতা বা মন্ত্র, যা জড় জগতের গুণগান করে সেগুলি নয়। আত্মশুদ্ধির জন্য শুদ্ধিকরণের পন্থা অবলম্বন করতে হবে, আমাদের জাগতিক গৃহের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা নয়।

যিনি সত্ত্বগুণ বর্ধন করবেন, তিনি অবশ্যই ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠবেন, আর তাতে আপনা থেকেই জ্ঞান লাভ হবে। জ্ঞান উন্মেষের ফলে আমরা নিত্য আত্মা এবং পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও উপলব্ধি করতে পারব। এইভাবে আত্মা জড়া প্রকৃতির গুণসৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহের কৃত্রিম ভার থেকে মুক্ত হয়। পারমার্থিক জ্ঞান জীবাত্মার আবরণকারী জড় উপাধি ভস্মীভূত করে এবং তার প্রকৃত, নিত্য জীবনের সূচনা করে।

শ্লোক ৭

বেণুসঙ্ঘর্ষজো বহ্নির্দগ্ধ্বা শাম্যতি তদ্বনম্ ।
এবং গুণব্যত্যয়জো দেহঃ শাম্যতি তৎক্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

বেণু—বাঁশের; **সঙ্ঘর্ষ-জঃ**—ঘর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন; **বহ্নিঃ**—অগ্নি; **দগ্ধ্বা**—দগ্ধ; **শাম্যতি**—প্রশমিত; **তৎ**—বাঁশের; **বনম্**—বন; **এবম্**—এইভাবে; **গুণ**—প্রকৃতির গুণের; **ব্যত্যয়-জঃ**—মিথষ্ক্রিয়া-জাত; **দেহঃ**—জড়দেহ; **শাম্যতি**—প্রশমিত হয়; **তৎ**—আগুনের মতো; **ক্রিয়ঃ**—একই ক্রিয়া করে।

অনুবাদ

বাঁশবনে বায়ু প্রবাহের ফলে সময় সময় বাঁশগুলি একত্রিত হয়ে ঘষা লাগে। এই ধরনের ঘর্ষণের ফলে দাবাগ্নির সৃষ্টি করে, যা তার উৎস বাঁশবনকেই নস্যাৎ করে। এইভাবে অগ্নি তার কর্মের ফলে আপনা থেকেই প্রশমিত হয়। তেমনই,

জড়া প্রকৃতির গুণের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সূক্ষ্ম ও স্থূল জড় দেহ উৎপন্ন হয়। কেউ যখন তাঁর জড় দেহ ও মনকে জ্ঞান অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করেন, তখন তাঁর দেহের উৎস প্রকৃতির গুণের প্রভাবকে এই জ্ঞান বিনাশ করে। এইভাবে আগুনের মতো এই দেহ ও মন তাদের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাদের উৎসকেই ধ্বংস করে শান্ত হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *গুণব্যত্যয়জ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *ব্যত্যয়* বলতে বোঝায় পরিবর্তন অথবা কোনও বস্তুকে তার স্বাভাবিক পর্যায়ে উপনীত করা। এই ব্যাপারে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *ব্যত্যয়* শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংস্কৃত সমার্থক শব্দ 'বৈষম্য' ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে অসমান বা অনুপযুক্ত বৈচিত্র্য। এইভাবে *গুণব্যত্যয়জ* শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, এই দেহটি অনিশ্চিত প্রকৃতির গুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যা সর্বত্র বর্তমান এবং মাত্রা অনুসারে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত বিরোধ চলছে। সময় সময় একজন ভাল মানুষও রজোগুণ দ্বারা বিধ্বস্ত হন, এবং সময় সময় রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি সবকিছু ত্যাগ করে বিশ্রাম করতে চান। একজন অজ্ঞলোকও সময় সময় তার নীতিভ্রষ্ট জীবনের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হতে পারে, আর রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি হয়তো তামসিক কুকর্ম করে বসতে পারে। জড়া প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার বিরোধের ফলে নিজের কর্মের জন্য জড় জগতে জীব একের পর এক দেহ ধারণ করে। যেমন বলা হয়—'বৈচিত্র্যই উপভোগের উৎস', তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণের বৈচিত্র্য জীবকে আশান্বিত করে যে, জড় পরিস্থিতির পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের দুঃখ ও হতাশা, সুখ ও সন্তুষ্টি প্রদান করবে। কিন্তু কেউ যদি আপেক্ষিক জড়সুখ লাভও করে, তা জড়া প্রকৃতির গুণের অনিবার্য প্রবাহে খুব সত্বর বিঘ্নিত হবে।

শ্লোক ৮

শ্রীউদ্ধব উবাচ

বিদন্তি মর্ত্যা প্রায়েণ বিষয়ান্ পদমাপদাম্ ।
তথাপি ভুঞ্জতে কৃষ্ণ তৎ কথং শ্বখরাজবৎ ॥ ৮ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; বিদন্তি—তারা জানে; মর্ত্যাঃ—মানুষেরা; প্রায়েণ—সাধারণত; বিষয়ান্—ইন্দ্রিয় তর্পণ; পদম্—একটি পরিস্থিতি; আপদাম্—অনেক দুঃখজনক অবস্থার; তথা অপি—তবুও; ভুঞ্জতে—ভোগ করে; কৃষ্ণ—হে

কৃষ্ণ; তৎ—এইরূপ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; কথম্—কিভাবে সম্ভব; শ্ব—কুকুর; খর—গাধা; অজ—এবং ছাগল; বৎ—মতো।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কৃষ্ণ, মানুষ সাধারণত জানে, ভৌতিক জীবন ভবিষ্যতে মহা দুঃখ আনয়ন করে, তবুও তারা ভৌতিক জীবন উপভোগ করতে চায়। হে প্রভু, জ্ঞানী ব্যক্তি কীভাবে কুকুর, গাধা বা ছাগলের মতো আচরণ করতে পারে?

তাৎপর্য

ভৌতিক জগতে উপভোগের প্রধান বিষয় হচ্ছে যৌনসঙ্গ, অর্থ এবং মিথ্যা প্রতিপত্তি। বহু কষ্টেই এগুলি লাভ করা যায়, আর তা এক সময় শেষ হয়ে যায়। যে জড় সুখে মত্ত হয়, সে বর্তমানে কষ্ট পায় এবং ভবিষ্যতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হয়। এইভাবে যে মানুষ এসব দেখেছেন, খুব ভাল ভাবে জানেন, তিনি কীভাবে কুকুর, গাধা আর ছাগলের মতো ভোগ করে চলতে পারেন? প্রায়ই দেখা যায় একটি কুকুর অন্য একটি কুকুরীর নিকট যৌনসঙ্গের জন্য আবেদন করে, কিন্তু কুকুরীটি হয়তো তার প্রতি আকৃষ্ট নয়। তাই তাকে দাঁত দেখাবে, ক্রোধে গর্জন করবে। এইভাবে সেই হতভাগা কুকুরটিকে সে মারাত্মকভাবে জখম করে ফেলবে বলে ভয় দেখায়। তবুও সে তার কাজ করেই চলে, চেষ্টা চালায় যদি সে একটু যৌনসুখ পায়। অনেক সময় কুকুরটি জানে, কোথাও কোন খাদ্যবস্তু আছে, ওর সেখানে যাওয়া উচিত নয়, তা পেতে গিয়ে সে প্রহৃত হতে পারে বা তাকে গুলি করতেও পারে, তবুও সে সেই ঝুঁকি নেয়। গর্দভ গর্দভীর প্রতি খুবই আকৃষ্ট, কিন্তু গর্দভী তাকে প্রায়ই লাথি মারে। তেমনই গাধার মালিক তাকে এক মুঠো ঘাস দেয়, যা সেই হতভাগা গাধা যে কোনও স্থানে পেতে পারে, তারপর ওকে বিরাট এক বোঝা চাপিয়ে দেয়। সাধারণত জবাই করার জন্যই ছাগল পোষা হয়। এমনকি যখন ওকে জবাই করার জন্য কসাইখানায় আনা হয় তখনও সে যৌন আনন্দ লাভের জন্য নির্লজ্জের মতো ছাগীর পিছন পিছন ধাওয়া করে। এইভাবে গুলি বিদ্ধ হতে পারে, কামড় খেতে পারে, প্রহৃত হতে পারে বা জবাই হওয়ার ঝুঁকি সত্ত্বেও পশুরা বোকার মতো ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রতি ধাবিত হয়। একজন শিক্ষিত মানুষ কীভাবে এই ধরনের ঘৃণ্য জীবন পথ অবলম্বন করতে পারে, তার ফল তো বাস্তবে সেই পশুর মতোই? সত্ত্বগুণে আচরণ করার মাধ্যমে যদি আমাদের জীবন সুখময়, জ্ঞানময় এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হয় তবে কেন মানুষ রজ আর তমোগুণের আচরণ করবে? এটিই উদ্ধবের প্রশ্ন।

শ্লোক ৯-১০

শ্রীভগবানুবাচ

অহমিত্যন্যথাবুদ্ধিঃ প্রমত্তস্য যথা হৃদি ।
উৎসর্পতি রজো ঘোরং ততো বৈকারিকং মনঃ ॥ ৯ ॥
রজোযুক্তস্য মনসঃ সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ ।
ততঃ কামো গুণধ্যানাদ্ দুঃসহঃ স্যাদ্ধি দুর্মতেঃ ॥ ১০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; অহম্—জড় দেহ আর মন নিয়ে মিথ্যা পরিচিতি; ইতি—এইভাবে; অন্যথা-বুদ্ধিঃ—মায়াময় জ্ঞান; প্রমত্তস্য—যে প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, তার; যথা—সেই অনুসারে; হৃদি—মনের মধ্যে; উৎসর্পতি—উৎপন্ন হয়; রজঃ—রজোগুণ; ঘোরম্—যা ভয়ঙ্কর ক্লেশ আনয়ন করে; ততঃ—তারপর; বৈকারিকম্—(মূলতঃ) সত্ত্বগুণে; মনঃ—মন; রজঃ—রজোগুণে; যুক্তস্য—নিযুক্তের; মনসঃ—মনের; সঙ্কল্পঃ—জড় সঙ্কল্প; স-বিকল্পকঃ—বৈচিত্র্য এবং বিকল্প সহ; ততঃ—তা থেকে; কামঃ—পূর্ণমাত্রায় জড় বাসনা; গুণ—প্রকৃতির গুণে; ধ্যানাৎ—ধ্যান থেকে; দুঃসহঃ—দুঃসহ; স্যাৎ—তেমনই; হি—নিশ্চিতরূপে; দুর্মতেঃ—মূর্খ লোকের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, বুদ্ধিহীন মানুষ প্রথমেই অনর্থক নিজেকে দেহ আর মন বলে মনে করে। যখন তার চেতনায় এইরূপ অজ্ঞানতার উদয় হয় তখন মহা দুঃখের কারণ স্বরূপ জাগতিক রজোগুণ মনকে আচ্ছন্ন করে। যদিও স্বভাবত মন সত্ত্বগুণে থাকার কথা। তারপর রজোগুণ দ্বারা কলুষিত মন জাগতিক উন্নতির জন্য বহু পরিকল্পনা করে আর তা পরিবর্তন করতে মগ্ন হয়। এইভাবে প্রতিনিয়ত জড়া প্রকৃতির গুণের কথা চিন্তা করতে করতে মূর্খ মানুষ অসহ্য জাগতিক বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়।

তাৎপর্য

যারা জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগ করতে চেষ্টা করছে, তারা প্রকৃত বুদ্ধিমান নয়, যদিও তারা নিজেদেরকে সব থেকে বেশি বুদ্ধিমান বলে মনে করে। যদিও এই সমস্ত মূর্খ লোকেরা নিজেরাই বহু গ্রন্থ, সংগীত, সংবাদপত্র, দূরদর্শনের কার্যক্রম, পৌর সমিতি প্রভৃতিতে জড় জীবনের ক্লেশের সমালোচনা করে, তবুও তারা সেই জীবনধারা থেকে এক মুহূর্তও বিরত হতে পারে না। মায়ার বন্ধনে কীভাবে তারা অসহায় ভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

জড়বাদী মানুষেরা সর্বদা চিন্তা করে, "আহা, কি সুন্দর বাড়িটি। আমরা যদি ঐ বাড়িটি কিনতে পারতাম" অথবা "কি সুন্দর যুবতীটি। ওকে স্পর্শ করতে পারলে হতো" অথবা "কি শক্তিশালী পদ। ঐ পদটি অধিকার করতে পারলে ভাল হতো" ইত্যাদি। *সঙ্কল্পঃ সবিকল্পকঃ* শব্দগুলিতে বোঝায়, জড়বাদীরা তাদের জড়সুখ বর্ধনের জন্য সর্বদা নতুন নতুন পরিকল্পনা করে অথবা তার পুরাতন পরিকল্পনাগুলির উৎকর্ষ সাধন করে। অবশ্যই যখন তারা একটু প্রকৃতিস্থ থাকে, তারা স্বীকার করে জড় জীবন দুঃখময়। সাংখ্য দর্শনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, মন সৃষ্টি হয়েছে সত্ত্বগুণ থেকে, আর স্বাভাবিক মনের শান্ত পরিস্থিতিটি হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম। মনের এই অবস্থায় কোনও উপদ্রব, হতাশা বা বিভ্রান্তি থাকে না। কৃত্রিমভাবে, এই মনকে রজোগুণ আর তমোগুণের নিম্ন পর্যায়ে টেনে নামানো হয়, এইভাবে মানুষ কখনই সন্তুষ্ট হয় না।

শ্লোক ১১

করোতি কামবশগঃ কর্মাণ্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
দুঃখোদর্কাণি সম্পশ্যন্ রজোবেগবিমোহিতঃ ॥ ১১ ॥

করোতি—সম্পাদন করে; **কাম**—জড় বাসনার; **বশ**—নিয়ন্ত্রণাধীনে; **গঃ**—গমন করলে; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **অবিজিত**—অনিয়ন্ত্রিত; **ইন্দ্রিয়ঃ**—যার ইন্দ্রিয়; **দুঃখ**—দুঃখ; **উদর্কাণি**—ভবিষ্যৎ ফল রূপে আনয়ন করে; **সম্পশ্যন্**—স্পষ্টরূপে দর্শন করে; **রজঃ**—রজোগুণের; **বেগ**—বেগের দ্বারা; **বিমোহিতঃ**—বিমোহিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি জড় ইন্দ্রিয় সংযম করে না, সে কাম বাসনার বশীভূত হয় আর প্রবল রজোগুণের তাড়নায় বিমোহিত হয়। এই ধরনের লোকেরা অন্তিম ফল দুঃখময় হবে জেনেও জড় কর্ম করে চলে।

শ্লোক ১২

রজস্তমোভ্যাং যদপি বিদ্বান বিক্ষিপ্তধীঃ পুনঃ ।
অতন্দ্রিতো মনো যুঞ্জন্ দোষদৃষ্টির্ন সজ্জতে ॥ ১২ ॥

রজঃ-তমোভ্যাম্—রজ এবং তমোগুণের দ্বারা; **যৎ অপি**—যদিও; **বিদ্বান্**—বিদ্বান ব্যক্তি; **বিক্ষিপ্ত**—বিমোহিত; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **পুনঃ**—পুনরায়; **অতন্দ্রিতঃ**—যত্ন সহকারে; **মনঃ**—মন; **যুঞ্জন্**—নিয়োজিত করে; **দোষ**—জড় আসক্তির কলুষ; **দৃষ্টিঃ**—স্পষ্টরূপে দর্শন করা; **ন**—না; **সজ্জতে**—আসক্ত হয়।

অনুবাদ

রজ ও তমোগুণ দ্বারা বুদ্ধি বিমোহিত হলেও বিদ্বান ব্যক্তির কর্তব্য সাবধানতার সঙ্গে মনকে সংযত করা। প্রকৃতির গুণের কলুষ স্পষ্টরূপে দর্শন করে, তিনি আসক্ত হন না।

শ্লোক ১৩

অপ্রমত্তোঽনুযুঞ্জীত মনো ময্যর্পয়ঞ্ছনৈঃ ।
অনির্বিণ্ণো যথাকালং জিতশ্বাসো জিতাসনঃ ॥ ১৩ ॥

অপ্রমত্তঃ—মনোযোগী ও গম্ভীর; অনুযুঞ্জীত—নিবিষ্ট করা উচিত; মনঃ—মন; ময়িঃ—আমাতে; অর্পয়ন্—অর্পণ করে; শনৈঃ—ধীরে ধীরে; অনির্বিণ্ণঃ—অলস বা বিষণ্ণ না হয়ে; যথাকালম্—কমপক্ষে ত্রিসন্ধ্যা (সকাল, দুপুর ও সূর্যাস্ত); জিত—জয় করে; শ্বাসঃ—শ্বাস-প্রশ্বাসের পদ্ধতি; জিত—জয় করে; আসনঃ—আসন-পদ্ধতি।

অনুবাদ

তাঁকে হতে হবে মনোযোগী ও গম্ভীর আর তিনি কখনও অলস বা বিষণ্ণ হবেন না। জিত শ্বাস ও জিত আসন হয়ে যোগ-পদ্ধতির মাধ্যমে সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় মনকে আমাতে প্রবিষ্ট হতে অভ্যাস করতে হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে মনকে সম্পূর্ণরূপে আমাতে নিমগ্ন করতে হবে।

শ্লোক ১৪

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ ।
সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা ॥ ১৪ ॥

এতাবান্—বস্তুতঃ এই; যোগঃ—যোগপদ্ধতি; আদিষ্টঃ—আদিষ্ট; মৎ-শিষ্যৈঃ—আমার ভক্তদের দ্বারা; সনক-আদিভিঃ—সনকাদি; সর্বতঃ—সমস্ত দিক থেকে; মনঃ—মন; আকৃষ্য—উঠিয়ে এনে; ময়ি—আমাতে; অদ্ধা—সরাসরি; আবেশ্যতে—আবিষ্ট; যথা—সেই অনুসারে।

অনুবাদ

সনকাদি আমার ভক্তরা যে যোগ পদ্ধতি শিক্ষা প্রদান করেছে তা হচ্ছে শুধু মাত্র অন্য সমস্ত বিষয় থেকে মনকে বিরত করে, প্রত্যক্ষ এবং যথোপযুক্ত ভাবে আমাতে নিবিষ্ট করা।

তাৎপর্য

যথা (সেই অনুসারে বা সুষ্ঠুভাবে) শব্দটি বোঝায়, আমাদের উচিত উদ্ধবের মতো প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির নিকট থেকে শ্রবণ করে সরাসরি (*অদ্ধা*) ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করা।

শ্লোক ১৫

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যদা ত্বং সনকাদিভ্যো যেন রূপেণ কেশব ।
যোগমাদিষ্টবানেতদ্ রূপমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রী-উদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; যদা—যখন; ত্বম্—তুমি; সনক-আদিভ্যঃ—সনকাদিকে; যেন—যার দ্বারা; রূপেণ—রূপ; কেশব—প্রিয় কেশব; যোগম্—পরম সত্যে মন নিবিষ্ট করার পদ্ধতি; আদিষ্টবান্—তুমি আদেশ করেছ; এতৎ—সেই; রূপম্—রূপ; ইচ্ছামি—আমি ইচ্ছা করি; বেদিতুম্—জানতে।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—প্রিয় কেশব, কখন এবং কী রূপে তুমি সনকাদি ভ্রাতৃগণকে যোগ পদ্ধতির বিজ্ঞান উপদেশ করেছিলে? এই সমস্ত বিষয় আমি এখন জানতে আগ্রহী।

শ্লোক ১৬

শ্রীভগবানুবাচ

পুত্রা হিরণ্যগর্ভস্য মানসাঃ সনকাদয়ঃ ।
পপ্রচ্ছুঃ পিতরং সূক্ষ্মাং যোগস্যৈকান্তিকীং গতিম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; পুত্রাঃ—পুত্ররা; হিরণ্য-গর্ভস্য—শ্রীব্রহ্মার; মানসাঃ—মন থেকে জাত; সনক-আদয়ঃ—সনকাদি ঋষিগণ; পপ্রচ্ছুঃ—জিজ্ঞাসা করেন; পিতরম্—তাঁদের পিতার নিকট (ব্রহ্মা); সূক্ষ্মাম্—সূক্ষ্ম, তাই বোঝা কঠিন; যোগস্য—যোগ-বিজ্ঞানের; একান্তিকীম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; গতিম্—গতি।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান বললেন—একদা শ্রীব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ, তাদের পিতার নিকট যোগ পদ্ধতির পরম গতি বিষয়ক কঠিন প্রশ্ন করে।

শ্লোক ১৭

সনকাদয় উচুঃ

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রভো ।
কথমন্যোন্যসংত্যাগো মুমুক্ষোরতিতিতীর্ষোঃ ॥ ১৭ ॥

সনক-আদয়ঃ উচুঃ—সনকাদি ঋষিগণ বললেন; **গুণেষু**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যে; **আবিশতে**—প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ করে; **চেতঃ**—মন; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয় বিষয়; **চেতসি**—মনের মধ্যে; **চ**—ও (প্রবেশ); **প্রভো**—হে প্রভু; **কথম্**—পদ্ধতি কী; **অন্যোন্য**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ও মনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক; **সংত্যাগঃ**—বৈরাগ্য; **মুমুক্ষোঃ**—মুক্তিকামীর; **অতিতিতীর্ষোঃ**—যিনি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা থেকে মুক্ত হতে চান।

অনুবাদ

সনকাদি ঋষিগণ বললেন—হে প্রভু, মানুষের মন স্বাভাবিকভাবেই ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট, আর সেইভাবে ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলি কামনা রূপে মনের মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুক্তিকামী, যিনি ইন্দ্রিয়তর্পণের ক্রিয়া-কলাপ থেকে মুক্ত হতে চান, তিনি কীভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু আর মনের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা ধ্বংস করবেন? কৃপা করে এ বিষয়ে আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন।

তাৎপর্য

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, আত্মা যতক্ষণ বদ্ধদশায় থাকে, তাদের নিকট জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়ে মনকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করে। এদের দ্বারা উপদ্রুত হয়ে জীব জীবনের প্রকৃত সিদ্ধি লাভে বঞ্চিত হয়।

শ্লোক ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

এবং পৃষ্টো মহাদেবঃ স্বয়ম্ভূর্ভূতভাবনঃ ।
ধ্যায়মানঃ প্রশ্নবীজং নাভ্যপদ্যত কর্মধীঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমপুরুষ ভগবান বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **মহা-দেবঃ**—মহাদেব ব্রহ্মা; **স্বয়ম্-ভূঃ**—জাগতিক জন্মরহিত (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীর থেকে প্রত্যক্ষভাবে জাত); **ভূত**—সমস্ত বদ্ধ জীবের; **ভাবনঃ**—স্রষ্টা (তাদের বদ্ধ জীবনের); **ধ্যায়মানঃ**—গভীরভাবে বিবেচনা করছেন; **প্রশ্ন**—প্রশ্নের; **বীজম্**—যথার্থ সত্য; **ন অভ্যপদ্যত**—পৌঁছায়নি; **কর্ম-ধীঃ**—তাঁর নিজের সৃষ্টিকার্যের দ্বারা বিভ্রান্তবুদ্ধি।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান বললেন—প্রিয় উদ্ধব, স্বয়ং ব্রহ্মা, যিনি ভগবানের দেহ থেকে সরাসরিভাবে উৎপন্ন হয়েছেন এবং যিনি এই জড় জগতের সমস্ত জীবের স্রষ্টা, দেবশ্রেষ্ঠ, তিনি তাঁর সনকাদি পুত্রগণের প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করলেন। তাঁর নিজের সৃষ্টিকার্যের দ্বারা তখন শ্রীব্রহ্মার বুদ্ধি প্রভাবিত হয়েছিল, আর এইভাবে তিনি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর নির্ণয় করতে পারেননি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে নিম্নলিখিত তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। নবম অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ভগবানের যথার্থ রূপ, গুণ এবং ক্রিয়া-কলাপের উপলব্ধ জ্ঞান প্রদান করে আশীর্বাদ প্রদান করেছেন। নবম অধ্যায়ের ৩৭তম শ্লোকে, ভগবান শ্রীব্রহ্মাকে তাঁর আদেশ কঠোরভাবে পালন করতে আদেশ করেছেন এবং সুনিশ্চিত করেছেন যে, ব্রহ্মাজী তাঁর মহাজাগতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কখনও বিভ্রান্ত হবেন না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৪তম শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা তাঁর পুত্র নারদকে সুনিশ্চিত করেছেন, "হে নারদ, যেহেতু আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির পাদপদ্ম অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে ধারণ করেছি, তাই আমি যা কিছু বলি, তা কখনোই মিথ্যা হয় না। আমার মনের প্রগতিও কখনও অবরুদ্ধ হয় না এবং আমার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনও বিষয়ের অনিত্য আসক্তিতে অধঃপতিত হয় না।"

একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বর্তমান শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করছেন যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টিকার্যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এর মাধ্যমে ভগবান তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত সমস্ত প্রতিনিধিদের নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করছেন। ভগবানের দিব্য সেবায় আমরা হয়তো অনেক উঁচুপদে উন্নীত হতে পারি, তবুও যে কোনও মুহূর্তে মিথ্যা গর্ব আমাদের ভক্তিযুক্ত মনকে কলুষিত করে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।

শ্লোক ১৯

স মামচিন্তয়দ্ দেবঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষয়া ।
তস্যাহং হংসরূপেণ সকাশমগমং তদা ॥ ১৯ ॥

সঃ—তিনি (শ্রীব্রহ্মা); **মাম্**—আমাকে; **অচিন্তয়ৎ**—স্মরণ করেছিলেন; **দেবঃ**—আদিদেব; **প্রশ্ন**—প্রশ্নের; **পার**—অন্ত, সিদ্ধান্ত (উত্তর); **তিতীর্ষয়া**—উপনীত হওয়ার বাসনায়, বুঝতে; **তস্য**—তাঁর প্রতি; **অহম্**—আমি; **হংস-রূপেণ**—আমার হংসরূপে; **সকাশম্**—দৃশ্যমান; **অগমম্**—হয়েছিল; **তদা**—তখন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা জানতে চেয়েছিলেন, যে প্রশ্নগুলি তাঁর মনকে বিভ্রান্ত করছে তার উত্তর, তাই তিনি তাঁর মন আমাতে অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট করেন। সেই সময় শ্রীব্রহ্মার নিকট আমি হংসরূপে দৃশ্যমান হয়েছিলাম।

তাৎপর্য

হংস মানে "রাজহাঁস", আর রাজহাঁসের বিশেষ ক্ষমতা হচ্ছে দুধ আর জলের মিশ্রণকে পৃথক করা, দুধের ঘন সারাংশটি বের করে নেওয়া। তদ্রূপ, জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে শ্রীব্রহ্মার শুদ্ধ চেতনাকে পৃথক করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন হংস বা রাজহাঁস রূপে।

শ্লোক ২০

দৃষ্ট্বা মাং ত উপব্রজ্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা পপ্রচ্ছুঃ কো ভবানিতি ॥ ২০ ॥

দৃষ্ট্বা—এইরূপে দর্শন করে; মাম্—আমাকে; তে—তারা (ঋষিরা); উপব্রজ্য—উপনীত হয়ে; কৃত্বা—নিবেদন; পাদ—পাদপদ্মে; অভিবন্দনম্—প্রণতি; ব্রহ্মাণম্—শ্রীব্রহ্মা; অগ্রতঃ—সম্মুখে; কৃত্বা—রেখে; পপ্রচ্ছুঃ—তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন; কঃ ভবান্—"প্রভু, আপনি কে?"; ইতি—এইভাবে।

অনুবাদ

এইভাবে আমাকে দর্শন করে, ব্রহ্মাকে অগ্রভাগে নিয়ে ঋষিগণ আমার নিকট এসে আমার পাদপদ্ম বন্দনা করে। তারপর তারা সরলভাবে প্রশ্ন করে, "আপনি কে?"

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, "ঋষিদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় ব্রহ্মা তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট করেন। ভগবান তখন হংসরূপ পরিগ্রহ করে ব্রহ্মা ও ঋষিদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তাঁরা তখন ভগবানের বিশেষ পরিচিতির জন্য অনুসন্ধান করেন।

শ্লোক ২১

ইত্যহং মুনিভিঃ পৃষ্টস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুভিস্তদা ।
যদবোচমহং তেভ্যস্তদুদ্ধব নিবোধ মে ॥ ২১ ॥

ইতি—এইভাবে; অহম্—আমি; মুনিভিঃ—ঋষিদের দ্বারা; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত; তত্ত্ব—যোগের পরম লক্ষ্য সম্পর্কে; জিজ্ঞাসুভিঃ—জিজ্ঞাসুদের দ্বারা; তদা—তখন; যৎ—যা; অবোচম্—বলেছিলাম; অহম্—আমি; তেভ্যঃ—তাদের প্রতি; তৎ—সেই; উদ্ধব—প্রিয় উদ্ধব; নিবোধ—জেনে রাখ; মে—আমা থেকে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, যোগপদ্ধতির পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়ে, ঋষিরা আমার কাছে এইভাবে জিজ্ঞাসা করে। ঋষিদের কাছে যা বলেছিলাম, আমি তা ব্যাখ্যা করছি এখন তুমি তা শ্রবণ কর।

শ্লোক ২২

বস্তুনো যদ্যনানাত্ব আত্মনঃ প্রশ্ন ঈদৃশঃ ।
কথং ঘটেত বো বিপ্রা বক্তুর্বা মে ক আশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥

বস্তুনঃ—বাস্তব সত্যের; যদি—যদি; অনানাত্বে—পৃথক সত্তা বিহীনতার ধারণায়; আত্মনঃ—জীবাত্মার; প্রশ্নঃ—প্রশ্ন; ঈদৃশঃ—এইরূপ; কথম্—কিভাবে; ঘটেত—এটাকি সম্ভব বা উপযুক্ত; বঃ—যারা জিজ্ঞাসা করছ, তোমাদের; বিপ্রাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ; বক্তুঃ—বক্তার; বা—অথবা; মে—আমার; কঃ—কী; আশ্রয়ঃ—প্রকৃত অবস্থা বা বিশ্রাম স্থল।

অনুবাদ

প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, আমায় যখন জিজ্ঞাসা করছ আমি কে, তোমরা বিশ্বাস কর যে, আমিও জীবাত্মা, আর সর্বোপরি আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—যেহেতু সমস্ত আত্মাই সর্বোপরি পৃথক সত্তা বিহীন—তাহলে তোমাদের প্রশ্ন করা কীভাবে সম্ভব বা যথোপযুক্ত? সর্বোপরি, তোমাদের এবং আমার উভয়েরই প্রকৃত পরিস্থিতি বা বিশ্রাম-স্থল কী?

তাৎপর্য

আশ্রয় কথাটির অর্থ "বিশ্রামস্থল" বা "আশ্রয়"। শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন হচ্ছে, "আমাদের প্রকৃত বিশ্রামস্থল বা আশ্রয় কী? অর্থাৎ "আমাদের সর্বোপরি স্বভাব বা স্বরূপটি কী? এর কারণ হচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত কেউই বিশ্রাম করতে বা সন্তুষ্ট হতে পারে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কেউ হয়তো সারা বিশ্ব ভ্রমণ করল, কিন্তু সর্বশেষে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করে সে সন্তুষ্ট হয়। তেমনই, একটি ক্রন্দনরত শিশু, তার নিজের মায়ের আলিঙ্গনেই কেবল সন্তুষ্ট হয়। ভগবান তাঁর নিজের এবং ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় বা বিশ্রামস্থল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে প্রতিটি জীবের নিত্য স্বরূপ সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণও যদি জীব পর্যায়েরই হতেন, আর যদি শ্রীকৃষ্ণসহ জীবেরা সকলেই সমান হতেন, তাহলে একটি জীব জিজ্ঞাসা করবে আর অন্যটি তার উত্তর দেওয়ার কোনও গভীর উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। যিনি উন্নততর পর্যায়ে রয়েছেন তিনিই কেবল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অর্থবহ উত্তর প্রদান করতে পারেন। কেউ হয়তো তর্ক করতে পারেন যে, একজন সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্যের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি তো জীব পর্যায়েরই। উত্তর হচ্ছে, সদ্‌গুরু নিজে থেকেই উত্তর দেন না, বরং পরমেশ্বর ভগবান, যিনি বিষ্ণু পর্যায়ের, তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি তা করেন। কোনও তথাকথিত গুরু, জীবাত্মা যখন তার নিজের উপর ভরসা করে উত্তর দেয়, তা কোনও কাজের নয়; সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অর্থবহ উত্তর প্রদান করতে অসমর্থ। এইভাবে ঋষিদের প্রশ্ন *কো ভবান্* ("আপনি কে?") সূচীত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন একজন চিরন্তন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আবার ব্রহ্মা সহ ঋষিগণ যেহেতু প্রণাম জানিয়েছেন, এবং ভগবানের পূজা করেছেন, এ থেকে বুঝতে হবে যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব, একমাত্র ভগবান ব্যতীত কাউকেই পূজ্য বলে গ্রহণ করতে পারেননি।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, যোগের পরম সিদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা, যা ঋষিগণ জানতে চাইছিলেন। দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হলে, জড় মন ও জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক স্বাভাবিক আকর্ষণ আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। চিন্ময় স্তরের মন জড় ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এইভাবে মনকে দিব্যস্তরে উপনীত করলে বদ্ধদশা আপনা থেকেই শিথিল হয়ে যায়। ঋষিদের প্রশ্নের যথার্থতার মূল্যায়ন করে ভগবান গুরুর পদ অধিকার করেছেন এবং মূল্যবান উপদেশ প্রদান করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমাদের কখনও সদ্‌গুরুর প্রতি হিংসা করা উচিত নয়, বিশেষতঃ, যেমন হংসাবতার, ব্রহ্মা সহ সনকাদি ঋষিগণকে উপদেশ দিচ্ছেন, এইরূপ ক্ষেত্রে গুরুদেব হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২৩

পঞ্চাত্মকেষু ভূতেষু সমানেষু চ বস্তুতঃ ।
কো ভবানিতি বঃ প্রশ্নো বাচারম্ভো হ্যনর্থকঃ ॥ ২৩ ॥

পঞ্চ—পাঁচটি উপাদানের; **আত্মকেষু**—গঠিত; **ভূতেষু**—এইভাবে রয়েছে; **সমানেষু**—এক হওয়ায়; **চ**—এবং; **বস্তুতঃ**—বস্তুত; **কঃ**—কে; **ভবান্**—আপনি; **ইতি**—এইভাবে; **বঃ**—তোমাদের; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **বাচা**—শুধু বাক্যের দ্বারা; **আরম্ভঃ**—এইরূপ প্রচেষ্টা; **হি**—অবশ্যই; **অনর্থকঃ**—বাস্তব অর্থ বা উদ্দেশ্য বিহীন।

অনুবাদ

"আপনি কে?" আমাকে এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে তোমরা যদি জড় দেহটিকে বোঝাও, তাহলে আমি বলব যে, সমস্ত জড় দেহই ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটি উপাদানে তৈরী। তাহলে, তোমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল "এই পাঁচটি আপনারা কে?" তোমরা যদি মনে কর সমস্ত জড় শরীর সর্বোপরি এক, বস্তুতঃ একই উপাদানে গঠিত, তা হলেও তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। কেননা একটি দেহ থেকে অপরটিকে ভিন্ন দেখার কোনও গভীর উদ্দেশ্য থাকে না। এইভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় মনে হচ্ছে, তোমাদের কথার কোনও প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"পূর্বের শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপন্ন করেছেন যে, ঋষিরা যদি নির্বিশেষ দর্শন গ্রহণ করেন, সমস্ত জীবেরাই সর্বোপরি সবদিক থেকে এক, তাহলেও তাঁদের প্রশ্ন 'আপনি কে?' অনর্থক। কেননা একটি জীবের প্রকাশ থেকে অন্য একটি জীবের ভিন্নতার কোনও দার্শনিক ভিত্তি থাকে না। এই শ্লোকে ভগবান পাঁচটি উপাদানে গঠিত জড় দেহের মিথ্যা পরিচয় প্রদানকে খণ্ডন করেছেন। ঋষিগণ যদি দেহকে আত্মা হিসাবে ধরেন, তা হলে তাঁদের প্রশ্ন অর্থহীন, কেননা তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত ছিল 'পাঁচটি আপনারা কে?' যদি ঋষিগণ উত্তর দিতেন যে, যদিও দেহ প্রাথমিকভাবে পাঁচটি উপাদানে গঠিত, আর তা থেকে একটি অনুপম বস্তু তৈরী হয়, তাহলে ভগবান *সমানেষু চ বস্তুষু* কথাটির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তার উত্তর প্রদান করেছেন। মানুষ, দেবতা, পশু ইত্যাদি সকলের শরীরই সেই পাঁচটি উপাদানে গঠিত, সেগুলি বস্তুত একই। সুতরাং 'আপনি কে?' প্রশ্নটি প্রকৃতই অর্থহীন। এইভাবে সমস্ত জীবেরা সর্বোপরি একই অথবা সমস্ত জীবেরাই তাদের জড় দেহ থেকে অভিন্ন, এই দুটি মতবাদের যে কোনও একটিকে গ্রহণ করলেও ঋষিদের প্রশ্ন উভয় ক্ষেত্রেই অনর্থক।

"ঋষিগণ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন, এমনকি বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যেও সাধারণত দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করা হয় ও তার উত্তর প্রদান করা হয়। ঋষিগণ বলতে পারতেন যে, এই শ্লোকে যেমন দেখানো হয়েছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *বিপ্রাঃ*, 'হে বিপ্রগণ', এবং *বঃ*, বা তোমার (প্রশ্ন) কথাগুলির মাধ্যমে তাঁদের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। এইভাবে দেখা যায় যে, ভগবানও প্রশ্নোত্তরের সাধারণ রীতি মেনে নিয়েছেন। এই যুক্তির উত্তর প্রদান করতে ভগবান বলছেন, *বাচারম্ভো হি অনর্থকঃ*। ভগবান বলছেন, আমরা যদি সর্বোপরি পৃথক

না হই, তবে তোমাদেরকে হে বিপ্রগণ বলে সম্বোধন করা কেবল মাত্র কিছু শব্দ বিন্যাসই বোঝাতো। তোমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমার কাছে এসেছ, তার খুব সামান্যই আমি আলোচনা করেছি। সুতরাং আমরা যদি সর্বোপরি এক হই, আমার উক্তি এবং তোমাদের প্রশ্ন কোনওটিরই বাস্তব অর্থ নেই। তাই আমার কাছে তোমাদের প্রশ্ন থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, তোমরা বাস্তবে ততটা বুদ্ধিমান নও। তা হলে, তোমরা কেন পরম জ্ঞানের অনুসন্ধান করছ? তোমরা কি কিং কর্তব্যবিমূঢ় নও?"

এইক্ষেত্রে শ্রীল মধ্বাচার্য বলছেন যে, ঋষিদের প্রশ্ন যথোপযুক্ত ছিল না, কেননা তাঁরা ইতিমধ্যেই দেখছেন যে তাঁদের পিতা ব্রহ্মা ভগবান হংসের পাদপদ্ম বন্দনা করছেন। তাঁদের পিতা এবং গুরু যখন ভগবান হংসের বন্দনা করছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁদের ভগবানের অবস্থান সম্বন্ধে উপলব্ধি করা উচিত ছিল। সেই জন্যই তাঁদের প্রশ্ন ছিল অনর্থক।

শ্লোক ২৪

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥ ২৪ ॥

মনসা—মনের দ্বারা; **বচসা**—বাক্যের দ্বারা; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টির দ্বারা; **গৃহ্যতে**—অনুভূত এবং তা গৃহীত; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **অপি**—এমনকি; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয়; **অহম্**—আমি; **এব**—বাস্তবে; **ন**—না; **মত্তঃ**—আমি ছাড়া; **অন্যৎ**—অন্য কোনও কিছু; **ইতি**—এইভাবে; **বুধ্যধ্বম্**—তোমাদের সকলের বোঝা উচিত; **অঞ্জসা**—ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা।

অনুবাদ

এই জগতে মন, বাক্য, চক্ষু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভূত হয় তা সবই আমি। আমি ছাড়া কিছুই নেই। তোমরা সকলে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণের দ্বারা উপলব্ধি কর।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, ঋষিগণ যদি মনে করেন সব জীবই এক, অথবা যদি তাঁরা মনে করেন জীব আর তার দেহ একই, তবে তাঁদের প্রশ্ন "আপনি কে?" অনুপযুক্ত। এখন তিনিই যে পরমেশ্বর ভগবান, সবার থেকে অনেক উর্ধ্বে আর এজগতের সব কিছু থেকে ভিন্ন, এই ধারণা খণ্ডন করছেন। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকগণ প্রচার করে থাকে যে, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে

অবসর গ্রহণ করেছেন বা চলে গিয়েছেন। তাদের মত অনুসারে, এ জগতের সঙ্গে ভগবানের তেমন কোনও নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই, আর মানুষের ক্রিয়াকলাপে তিনি হস্তক্ষেপও করেন না। সর্বোপরি ওরা দাবি করে ভগবান এত মহান যে, তাঁকে জানা যায় না। সুতরাং ভগবানকে জানার চেষ্টা করে কারও সময় অপচয় করা উচিত নয়। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, যেহেতু সব কিছুই ভগবানের শক্তির প্রকাশ, তিনি কোন কিছু থেকেই ভিন্ন নন। পরমেশ্বর ভগবান থেকে পৃথকভাবে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই সব কিছুই ভগবানের প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান, যদিও কিছু প্রকাশ উন্নততর আর কিছু নিকৃষ্ট পর্যায়ের। ভগবান বিভিন্ন প্রকারে ঋষিদের প্রশ্নের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শন করে ঋষিদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করছেন। যদিও তিনি পরমেশ্বর, তবুও তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন নন; তাহলে আর "আপনি কে?" প্রশ্নের অর্থ কি হল? আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, ভগবান পারমার্থিক জ্ঞানের গভীর আলোচনার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

শ্লোক ২৫

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসি চ প্রজাঃ ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

গুণেষু—ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুতে; **আবিশতে**—প্রবেশ করে; **চেতঃ**—মন; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সকল; **চেতসি**—মনে; **চ**—ও (প্রবেশ); **প্রজাঃ**—প্রিয় পুত্রগণ; **জীবস্য**—জীবের; **দেহঃ**—বাহ্যদেহ, যা উপাধিরূপে অবস্থিত; **উভয়ম্**—উভয়েই; **গুণাঃ**—ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু; **চেতঃ**—মন; **মৎ-আত্মনঃ**—পরমাত্মারূপে আমাকে লাভ করে।

অনুবাদ

প্রিয় পুত্রগণ, মনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে প্রবেশ করার, আর সেইভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সমূহ প্রবেশ করে মনে। কিন্তু আত্মাকে আবৃতকারী জড় মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু উভয়ই আমার অংশ আত্মার উপাধিমাত্র।

তাৎপর্য

হংস অবতাররূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মার পুত্রগণের (আপনি কে?) সরল প্রশ্নের মধ্যে বিরোধ প্রদর্শনের অছিলায় বাস্তবে তিনি ঋষিগণকে পূর্ণাঙ্গ পারমার্থিক জ্ঞান শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তবে প্রথমে তাঁদের জীবনের দুটি ভুল ধারণা দূর

করার পরেই তা করলেন। সেগুলি হচ্ছে—সমস্ত জীবেরা সর্বতোভাবে এক এবং জীব ও তার বাহ্য বা সূক্ষ্মদেহ একই। যে কঠিন প্রশ্নগুলি এমনকি শ্রীব্রহ্মাকেও বিভ্রান্ত করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন তার উত্তর প্রদান করছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত অনুসারে ব্রহ্মার পুত্রগণ এইভাবে চিন্তা করছিলেন—"আমাদের প্রিয় ভগবান, এটাই যদি বাস্তব সত্য হয় যে, আমরা বুদ্ধিহীন, আপনি তো বলেছেন যে, আপনিই বাস্তবে সবকিছু, যেহেতু সবকিছুই আপনার শক্তির প্রকাশ। তা হলে মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সমূহও আপনিই, আর সেটিই আমাদের প্রশ্নের আলোচ্য বিষয়। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলি সর্বদা মনের কার্যক্রমের মধ্যে প্রবেশ করে, আর সেইভাবে মন সর্বদা জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসমূহে প্রবেশ করে। এইভাবে এই পদ্ধতি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করাই ঠিক হবে, যাতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলি আর মনে প্রবেশ করবে না আর মনও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসমূহে প্রবেশ করবে না। আপনি কৃপাপরবশ হয়ে উত্তর প্রদান করুন।" ভগবান এইভাবে উত্তর দিলেন, "প্রিয় পুত্রগণ, এটি সত্য যে, মন প্রবেশ করে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যে আর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলি মনে প্রবেশ করে। এইভাবে, যদিও জীব হচ্ছে আমার অংশ, আমিও তেমনই নিত্য চেতন, আর যদিও জীবের নিত্য রূপ চিন্ময়, বদ্ধদশায় জীব কৃত্রিমভাবে নিজের ওপর মন ও ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুসকলকে চাপিয়ে নেয়। সেগুলি নিত্য আত্মার উপর আবরণকারী উপাধিরূপে কাজ করে। জড় মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগুলি পরস্পরের ওপর কার্যকরী হয়, এটি যেহেতু স্বাভাবিক, এই ধরনের পারস্পরিক আকর্ষণ বন্ধ করতে কীভাবে প্রচেষ্টা করবেন? জড় মন আর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুগুলি যেহেতু কোনও কাজের নয়, তাই এদের দুটিকেই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তা হলে আপনা হতেই আপনারা সমস্ত জড় জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হবেন।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলছেন, জড় মনের লক্ষণ হচ্ছে নিজেকে সর্বোচ্চ কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করা। স্বাভাবিকভাবেই এইরূপ অহংকারী মন নিয়ে সে অসহায় ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি নিজেকে কর্তা এবং ভোক্তা বলে মনে করে, সে অসহায় ভাবে ইন্দ্রিয় তর্পণ আর মিথ্যা আত্মসম্মান, বিশেষতঃ জড় বস্তুর শোষণ কার্যে আকৃষ্ট হবে। অবশ্য জড় মনের ঊর্ধ্বে রয়েছে বুদ্ধি, এই বুদ্ধি নিত্য আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। জড় মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু থেকে ভিন্ন করা সম্ভব নয়, কেননা স্বাভাবিক ভাবেই এরা একত্রে অবস্থান করে। সুতরাং আমাদের উচিত বুদ্ধির দ্বারা ভগবানের অংশস্বরূপ আত্মার নিত্য রূপকে উপলব্ধি করা। এইভাবে ভণ্ড জড় মনোভাবকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা

উচিত। যে ব্যক্তি তাঁর আদি দিব্য মনোভাব পুনঃপ্রাপ্ত হন, তিনি আপনা থেকেই জড় আকর্ষণ থেকে অনাসক্ত হন। সুতরাং আমাদের উচিত ইন্দ্রিয় তর্পণের অসত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করা। যখন মন আর ইন্দ্রিয়গুলি জড়ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, উন্নততর বুদ্ধির উচিত সেই মায়াকে বুঝে নেওয়া। শুদ্ধ মনোভাবে ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে এই ধরনের অনাসক্তি ও বুদ্ধি আপনা থেকেই জাগ্রত হয়। এইভাবে আমাদের আদি চিন্ময় স্বরূপ পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করে আমরা আমাদের নিত্য চেতনায় সুষ্ঠুভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারি।

শ্লোক ২৬

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া ।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥

গুণেষু—ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু সমূহে; **চ**—এবং; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছে; **চিত্তম্**—মন; **অভীক্ষ্ণম্**—পুনঃ পুনঃ; **গুণসেবয়া**—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দ্বারা; **গুণাঃ**—এবং জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু; **চ**—ও; **চিত্ত**—মনের মধ্যে; **প্রভবাঃ**—দৃঢ়ভাবে অবস্থিত; **মৎ-রূপঃ**—যিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তিনি আমা থেকে ভিন্ন নন, এবং এইভাবে আমার রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি চিন্তায় মগ্ন; **উভয়ম্**—উভয় (মন ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু); **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি উপলব্ধি করেছেন যে, তিনি আমার থেকে অভিন্ন এবং এইভাবে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি বোঝেন যে, জড় মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যেই রয়েছে, যার কারণ হচ্ছে অবিরত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, আর জড়ভোগ্য বস্তুগুলি জড় মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। আমার দিব্য স্বভাব উপলব্ধি করে তিনি জড় মন এবং এর ভোগ্য বস্তু উভয়কেই ত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান পুনরায় বলছেন যে, জড় মনকে তার ভোগ্যবস্তু থেকে পৃথক করা খুব কঠিন, কেননা, জড় মন স্বাভাবিকভাবেই মনে করে সে কর্তা এবং সব কিছুর ভোক্তা। আমাদের বুঝতে হবে, জড় মনকে ত্যাগ করা মানে মনের সমস্ত কার্যকলাপ বাদ দেওয়া নয়, বরং তার পরিবর্তে মনকে পবিত্র করে, বিকশিত মনোভাবকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। অনাদিকাল থেকে জড় মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে রয়েছে, তাহলে জড় মনের পক্ষে তার ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করা কীভাবে সম্ভব, এটিই তো তার অস্তিত্বের ভিত্তি? আর

শুধু মন যে জড় বস্তুগুলির প্রতি ধাবিত হয় তাই নয় মনের বাসনার ফলে জড় বস্তুগুলি মনের বাইরে থাকতে পারে না, প্রতি মুহূর্তে সেগুলি অসহায়ভাবে মনে প্রবেশ করছে। এইভাবে মন এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুকে ভিন্ন করা বাস্তবে সম্ভব নয়, তাতে কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কেউ যদি জড় মনকে বিরত করেন, নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন করেন, যদি মনে করেন সর্বোপরি এগুলি দুঃখের উৎস, তবুও তিনি সেই কৃত্রিম অবস্থানে বেশি সময় থাকতে পারবেন না, আর এই ধরনের বৈরাগ্যে কোন যথার্থ উদ্দেশ্যও সাধিত হয় না। ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত না হলে, শুধুমাত্র বৈরাগ্য আমাদের জড় জগৎ থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের অংশ, তেমনই জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। যখন জীব ভগবানের অংশ হিসেবে তার প্রকৃত স্বরূপে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়, তখন সে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে এবং জড় মন ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসকল ত্যাগ করে। এই শ্লোকে *মদ্-রূপেন* শব্দটি মন দ্বারা ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা এবং পার্ষদদের চিন্তায় মগ্ন হওয়াকে বোঝায়। পরমানন্দময় ধ্যানে মগ্ন হয়ে, ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় আমাদের রত হওয়া উচিত, এর ফলে আপনা থেকেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রভাব দূরীভূত হবে। জীব নিজের ক্ষমতা বলে জড় মন আর ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর পরিচিতি ত্যাগ করতে পারে না। ভগবানের নিত্য সেবক হিসাবে ভগবানের সেবায় ব্রতী হওয়ার ফলে সে ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়, যা তার অজ্ঞতার অন্ধকারকে সহজেই দূরীভূত করে।

শ্লোক ২৭

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৭ ॥

জাগ্রৎ—জাগ্রত; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **সুষুপ্তম্**—গভীর নিদ্রা; **চ**—ও; **গুণতঃ**—প্রকৃতির গুণ-সৃষ্ট; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধির; **বৃত্তয়ঃ**—ক্রিয়াকলাপ; **তাসাম্**—এই সমস্ত কার্যকলাপ থেকে; **বিলক্ষণঃ**—ভিন্ন লক্ষণযুক্ত; **জীবঃ**—জীব; **সাক্ষিত্বেন**—সাক্ষীর লক্ষণযুক্ত; **বিনিশ্চিতঃ**—সুনিশ্চিত।

অনুবাদ

বুদ্ধির তিনটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এগুলি সংঘটিত হয় জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা। এসবের সাক্ষীরূপে অবস্থানকারী দেহ মধ্যস্থিত জীবাত্মা এই তিনটি অবস্থা থেকে নিশ্চিতরূপে ভিন্ন স্বভাবের।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবাত্মার কিছুই করণীয় নেই, কেননা এর সঙ্গে তার কোনও স্থায়ী বা প্রকৃত সম্পর্ক নেই। প্রকৃত বৈরাগ্য বলতে বোঝায় স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে জড় বস্তুর সঙ্গে মিথ্যা পরিচিতি ত্যাগ করা। সুষুপ্তম্, বা গভীর নিদ্রা বলতে বোঝায় স্বপ্ন বা জ্ঞাতসারে কোনও ক্রিয়া ব্যতিরেকে নিদ্রা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তিনটি পর্যায় সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন—

সত্ত্বাদ্ জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নম্ আদিশেৎ ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোঃ তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥

"আমাদের জানা উচিত, জাগ্রত অবস্থা উৎপন্ন হয় সত্ত্বগুণ থেকে, রজোগুণ থেকে স্বপ্ন, এবং গভীর স্বপ্নবিহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চতুর্থ উপাদান, শুদ্ধ চেতনা, এই তিনটি থেকে ভিন্ন এবং সবগুলিকেই তা অতিক্রম করে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/২৫/২০) প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে *সাক্ষিত্বেন*, অথবা মায়ার কার্যকলাপের প্রতি সাক্ষীরূপে অবস্থান করা। এইরূপ সুবিধাজনক অবস্থা লাভ হয় কৃষ্ণভাবনা বিকাশের দ্বারা।

শ্লোক ২৮

যর্হি সংসৃতিবন্ধোঽয়মাত্মনো গুণবৃত্তিদঃ ।
ময়ি তুর্যে স্থিতো জহ্যাৎ ত্যাগস্তদ্ গুণচেতসাম্ ॥ ২৮ ॥

যর্হি—যেহেতু; **সংসৃতি**—জড় বুদ্ধির বা জড় অবস্থার; **বন্ধঃ**—বন্ধন; **অয়ম্**—এই; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গুণ**—প্রকৃতির গুণে; **বৃত্তিদঃ**—যা বৃত্তি দান করে; **ময়ি**—আমাতে; **তুর্যে**—চতুর্থ উপাদানে (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির উর্ধ্বে); **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করা উচিত; **ত্যাগঃ**—ত্যাগ; **তৎ**—তখন; **গুণ**—জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর; **চেতসাম্**—এবং জড় মনের।

অনুবাদ

জড় বুদ্ধির বন্ধনে জীবাত্মা আবদ্ধ, যা তাকে মায়াময় প্রকৃতির গুণে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রাখে। কিন্তু আমি হচ্ছি চেতনার চতুর্থ পর্যায়, যা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিরও উর্ধ্বে। আমাতে অবস্থিত হলে জীব জড় চেতনার বন্ধন ত্যাগ করতে পারে। তখন, জীব আপনা থেকেই জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্যবস্তু এবং জড় মন পরিত্যাগ করবে।

তাৎপর্য

প্রথমে ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট যে প্রশ্নগুলি উপস্থাপন করেছিলেন, তারই উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বিশেষভাবে প্রদান করছেন। সর্বোপরি, জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু এবং প্রকৃতির গুণগুলির সঙ্গে জীবাত্মার করণীয় কিছুই নেই। কিন্তু জড় দেহের মিথ্যা পরিচিতির দরুন, প্রকৃতির গুণগুলি আমাদের মায়াময় বৃত্তিতে নিয়োজিত করতে ক্ষমতা লাভ করে। জড় বস্তুর সঙ্গে এই মিথ্যা পরিচিত ধ্বংস করে জীব প্রকৃতির গুণ প্রদত্ত মায়াময় বৃত্তি পরিত্যাগ করতে পারে। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জীব নিজেই স্বতন্ত্রভাবে মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত নয়, বরং পরমেশ্বর ভগবানের পূর্ণচেতনায় নিজেকে কৃষ্ণভাবনায় অবস্থিত হতে হবে।

শ্লোক ২৯

অহঙ্কারকৃতং বন্ধমাত্মনোঽর্থবিপর্যয়ম্ ।
বিদ্বান্ নির্বিদ্য সংসারচিন্তাং তুর্যে স্থিতস্ত্যজেৎ ॥ ২৯ ॥

অহঙ্কার—মিথ্যা অহংকার দ্বারা; **কৃতম্**—উৎপন্ন; **বন্ধম্**—বন্ধন; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অর্থ**—যথার্থ মূল্যবান কোনও কিছুর; **বিপর্যয়ম্**—বিপরীত; **বিদ্বান্**—যিনি জানেন; **নির্বিদ্য**—অনাসক্ত হয়ে; **সংসার**—জড় অস্তিত্বে; **চিন্তাম্**—অবিরত চিন্তা; **তুর্যে**—চতুর্থ উপাদান, ভগবান; **স্থিতঃ**—অবস্থিত হয়ে; **ত্যজেৎ**—ত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

মিথ্যা অহংকার জীবকে আবদ্ধ করে আর সে যা বাসনা করে ঠিক তার বিপরীতটি তাকে উপহার দেয়। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত প্রতিনিয়ত জড় জীবন উপভোগের উদ্বেগ পরিত্যাগ করা এবং জড়চেতনার ক্রিয়াকলাপের অতীত ভগবানের চিন্তায় স্থিত হওয়া।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এইরূপ ভাষ্য প্রদান করেছেন, "কীভাবে বদ্ধজীবের বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং এই ধরনের বন্ধন থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায়? ভগবান সেটি এখানে *অহংকার কৃতম্* শব্দটির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করছেন। মিথ্যা অহংকারের ফলে জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। *অর্থ বিপর্যয়ম্* বলতে বোঝায় জীব আনন্দময়, জ্ঞানময় ও নিত্য জীবন কামনা করে। কিন্তু সে এমন পন্থা অবলম্বন করে যে, তার নিত্য জ্ঞানময় স্বভাব তাতে আবৃত হয়ে যায়, আর তা তাকে বিপরীত ফল প্রদান করে। জীব মৃত্যু ও দুঃখ চায় না, কিন্তু এগুলি হচ্ছে বদ্ধদশার ফল, যার

ফলে সেগুলি সমস্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনও কাজে আসে না। বুদ্ধিমান মানুষের উচিত জড় জীবনের দুঃখ দুর্দশার ব্যাপারে মনন করা, আর এইভাবে ভগবানের দিব্য জগতে অধিষ্ঠিত হওয়া। *সংসার-চিন্তাম্* কথাটি এইভাবে বোঝা যেতে পারে—সংসার, বা জড় দশা বলতে বোঝায় জড় বুদ্ধি, কেননা জড় জগতের সঙ্গে তার অনর্থক বৌদ্ধিক পরিচিতির জন্য জড় দশা লাভ হয়। এই মিথ্যা পরিচিতির ফলে জীব সংসার চিন্তায় বিহ্বল হয়ে জড় জগতকে ভোগ করার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। জীবের উচিত ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে এই সমস্ত অনর্থক উদ্বেগ পরিত্যাগ করা।"

শ্লোক ৩০

যাবন্নানার্থধীঃ পুংসো ন নিবর্তেত যুক্তিভিঃ ।
জাগর্ত্যপি স্বপন্নজ্ঞঃ স্বপ্নে জাগরণং যথা ॥ ৩০ ॥

যাবৎ—যতক্ষণ; **নানা**—নানা; **অর্থ**—মূল্য; **ধীঃ**—ধারণা; **পুংসঃ**—মানুষের; **ন**—হয় না; **নিবর্তেত**—নিবৃত্ত; **যুক্তিভিঃ**—উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে (আমার দ্বারা বর্ণিত); **জাগর্তি**—জাগ্রত; **অপি**—যদিও; **স্বপন্**—নিদ্রা, স্বপ্ন; **অজ্ঞঃ**—অজ্ঞ; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **জাগরণম্**—জাগ্রত; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

জীবের উচিত, আমার নির্দেশ অনুসারে কেবল আমাতে মনোনিবেশ করা। আমার মধ্যে সব কিছু দর্শন না করে, কেউ যদি জীবনের বিভিন্ন মূল্য এবং বিভিন্ন লক্ষ্য দেখতে থাকে, তাহলে, ঠিক যেমন কেউ স্বপ্নে দেখতে পারে, সে জেগে উঠেছে, তেমনই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলস্বরূপ আপাতদৃষ্টিতে যদিও জাগ্রত বলে মনে হয় বাস্তবে সে স্বপ্নই দেখছে।

তাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত নন, তিনি বুঝতে পারেন না যে, সব কিছুই কৃষ্ণে অবস্থিত। তাই তাঁর পক্ষে জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে বিরত হওয়া অসম্ভব। কেউ হয়তো কোনও মুক্তির পন্থা অবলম্বন করে ভাবতে পারেন যে তিনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন; বাস্তবে কিন্তু তাঁর বদ্ধ দশা থেকেই যায়, আর তিনি তাঁর জড় জগতের প্রতি আসক্তিও বজায় রাখেন। স্বপ্নের মধ্যে সময় সময় আমরা দেখি যে, আমি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছি এবং জাগ্রত রয়েছি। সেইভাবে, কেউ হয়তো নিজেকে সুরক্ষিত বলে মনে করতে পারেন কিন্তু তিনি যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিচার না করে জাগতিক ভালমন্দের বিচার করতে মগ্ন থাকেন, তবে তাঁকে জড় মায়ার পরিচিতিতে আবৃত বদ্ধ জীব বলেই বুঝতে হবে।

শ্লোক ৩১

অসত্ত্বাদাত্মনোঽন্যেষাং ভাবানাং তৎকৃতা ভিদা ।
গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা ॥ ৩১ ॥

অসত্ত্বাৎ—বাস্তব অবস্থার অভাব হেতু; **আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান থেকে; **অন্যেষাম্**—অন্যদের; **ভাবানাম্**—অবস্থার; **তৎ**—তাদের দ্বারা; **কৃতা**—কৃত; **ভিদা**—পার্থক্য বা বিচ্ছেদ; **গতয়ঃ**—স্বর্গে গমনের মতো গতি; **হেতবঃ**—সকাম কর্ম, যেগুলি ভবিষ্যতে পুরস্কার লাভের কারণ; **চ**—ও; **অস্য**—জীবের; **মৃষা**—মিথ্যা; **স্বপ্ন**—স্বপ্নের; **দৃশঃ**—দর্শকের; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্নভাবে রয়েছে বলে যে সমস্ত অবস্থা আমরা ধারণা করি, বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। ঠিক যেমন কেউ স্বপ্নে বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং তার পুরস্কার লাভ করা দর্শন করতে পারে, তেমনই ভগবান থেকে ভিন্নভাবে অবস্থানের ধারণা হেতু জীব অযথা সকাম কর্ম করে চলে। সে মনে করে সেগুলি হবে তার ভবিষ্যতের পুরস্কার এবং অন্তিম গতির কারণ।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে ভাষ্য প্রদান করেছেন—"যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হংস অবতারে জড় জগতের বিভিন্নতা এবং তার ভিন্ন মূল্যবোধ সম্পন্ন বুদ্ধিমত্তাকে নিন্দা করেছেন, বেদ স্বয়ং বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার দ্বারা সমস্ত মনুষ্য-সমাজ বিভিন্ন বর্ণ, বৃত্তি এবং পারমার্থিক পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। তাহলে, বৈদিক পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস ত্যাগ করতে ভগবান কীভাবে অনুমোদন করতে পারেন? এই শ্লোকে উত্তরটি এইভাবে দেওয়া হয়েছে। *অন্যেষাং ভাবানাম্* বা 'অন্যান্য অবস্থিতির' শব্দগুলি বোঝায়, জড় দেহ, মন, বৃত্তি এই সমস্ত নিয়ে অসংখ্য বিভাগ বা মিথ্যা পরিচিতি। এই সমস্ত পরিচিতি মায়া, আর বর্ণাশ্রম পদ্ধতির জড় বিভাগও এই মায়ার উপরই ভিত্তি করে গঠিত। স্বর্গীয় পুরস্কার যেমন, ঊর্ধ্বলোকে বাস আর তা লাভ করার পদ্ধতি এই সকল প্রতিশ্রুতিই বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। অবশ্যই পুরস্কার এবং তা লাভ করার পদ্ধতি সবই সর্বোপরি মায়া। এই সৃষ্টি যেহেতু ভগবানের, তাই এর অস্তিত্ব যে বাস্তব তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। তবুও যে সমস্ত জীব মনে করে এই জগতে সৃষ্ট কোন কিছু তার নিজের সে অবশ্যই মায়াতে রয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন—শিং বাস্তব, আর শশক বাস্তব, কিন্তু কেউ যদি কল্পনা করে শশকের শিং, তবে

তা নির্ঘাৎ মায়া, যদিও স্বপ্নে শশকের শিং হতে পারে। তেমনই জীব এই জড় জগতের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্কের স্বপ্ন দেখে। কেউ হয়তো স্বপ্নে দুধ, চিনি দিয়ে সুস্বাদু পায়স ভোজন করছে কিন্তু এই রাজকীয় ভোজে কোনও বাস্তব খাদ্যপ্রাণ থাকে না।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই ক্ষেত্রে মন্তব্য করেছেন যে, ঠিক যেমন জেগে ওঠার পর মানুষ খুব সত্বর স্বপ্নের অভিজ্ঞতা ভুলে যায়, তেমনই কৃষ্ণভাবনাময় মুক্ত আত্মা, স্বর্গে উন্নীত হওয়ার মতো বেদ প্রদত্ত সর্বাপেক্ষা উন্নত পুরস্কারকেও কোনও রূপ মূল্যবান বলে মনে করেন না। সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* অর্জুনকে ধর্মের নামে বেদে বর্ণিত সকাম অনুষ্ঠানে বিভ্রান্ত না হয়ে আত্মোপলব্ধির পথে দৃঢ়ব্রত হতে উপদেশ প্রদান করেছেন।

শ্লোক ৩২

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্ ।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥ ৩২ ॥

যঃ—যে জীব; **জাগরে**—জাগ্রত অবস্থায়; **বহিঃ**—বাহ্য; **অনুক্ষণ**—ক্ষণস্থায়ী; **ধর্মিণঃ**—গুণসমূহ; **অর্থান্**—দেহ, মন এবং তাদের অভিজ্ঞতা; **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোগ করে; **সমস্ত**—সব কিছু দিয়ে; **করণৈঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **হৃদি**—মনে; **তৎ-সদৃক্ষান্**—জাগ্রত অবস্থার মতো অনুভব করে; **স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **সুষুপ্তে**—স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায়; **উপসংহরতে**—অজ্ঞতায় নিমগ্ন হয়; **সঃ**—সে; **একঃ**—এক; **স্মৃতি**—স্মৃতির; **অন্বয়াৎ**—পরম্পরাক্রমে; **ত্রিগুণ**—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্ত এই তিন পর্যায়ের; **বৃত্তি**—ক্রিয়াকলাপ; **দৃক্**—দর্শন করে; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয়ের; **ঈশঃ**—প্রভু হয়।

অনুবাদ

জাগ্রত অবস্থায় জীব তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জড় দেহ আর মনের সমস্ত ক্ষণস্থায়ী বৃত্তিগুলি উপভোগ করে। স্বপ্নাবস্থায় সে মনে মনে তেমনই অভিজ্ঞতা অনুভব করে। আর স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রায় এই ধরনের সমস্ত অভিজ্ঞতা অজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির বৃত্তিগুলি পরম্পরাক্রমে স্মরণ এবং মনন করলে জীব বুঝতে পারে যে, তার চেতনা তিনটি পর্যায়ে কাজ করলেও সে একই ব্যক্তি, সে চিন্ময়। এইভাবে সে গোস্বামী হতে পারে।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ৩০তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যথার্থ উপায়ে আমাদের জড় জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতেই হবে। সে ব্যাপারে ভগবান এখন ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে আমাদের উপরে বর্ণিত চেতনার তিনটি পর্যায় সম্পর্কে বিচার করতে হবে, আর তারপর আমরা যে চিন্ময় জীবাত্মা তা উপলব্ধি করতে হবে। আমরা শৈশবে, বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, মধ্য বয়সে এবং বার্ধক্যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, আর এই সমস্ত আমরা জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় অনুভব করি। তদ্রূপ, সতর্ক বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আমরা গভীর নিদ্রার সময় চেতনার অভাব অনুভব করতে পারি, আর তেমনই বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আমরা চেতনার অভাব অনুভব করতে পারি।

কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, বাস্তবে জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি অভিজ্ঞতা লাভ করে আর স্বপ্নাবস্থায় মন অভিজ্ঞতা লাভ করে। সে যাইহোক, ভগবান এখানে বলছেন, *ইন্দ্রিয়েশঃ* ক্ষণস্থায়ী ভাবে ইন্দ্রিয়গুলির প্রভাবের শিকার হয়ে পড়লেও বাস্তবে জীব হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং মনের স্বামী। জীব হচ্ছে তার মন এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলির প্রভু। কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে সে তার সেই অপহৃত সম্বন্ধ পুনরুদ্ধার করতে পারে। এছাড়াও, চেতনার তিনটি পর্যায়েই জীব তার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারে। তাই সর্বোপরি সে হচ্ছে সাক্ষী বা সমস্ত পর্যায়ের চেতনার দর্শক। সে মনে রাখে, "আমি স্বপ্নে অনেক কিছু দেখেছি, আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, আর কিছুই দেখতে পাইনি। এখন আমি জেগে উঠেছি।" এই সার্বজনীন অভিজ্ঞতা যে কেউ বুঝতে পারেন, আর সেইভাবে প্রত্যেকে বুঝতে পারেন যে, আমাদের বাস্তব পরিচিতি হচ্ছে জড় দেহ ও মন থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৩৩

এবং বিমৃষ্য গুণতো মনসস্ত্র্যবস্থা
মন্মায়য়া ময়ি কৃতা ইতি নিশ্চিতার্থাঃ ।
সংছিদ্য হার্দমনুমানসদুক্তিতীক্ষ্ণ-
জ্ঞানাসিনা ভজত মাখিলসংশয়াধিম্ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **বিমৃষ্য**—বিচার করে; **গুণতঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **মনসঃ**—মনের; **ত্রি-অবস্থাঃ**—ত্রিবিধ চেতনা; **মৎ-মায়য়া**—আমার মায়া শক্তির প্রভাবে; **ময়ি**—আমাতে; **কৃতাঃ**—চাপিয়ে দেওয়া; **ইতি**—এইভাবে; **নিশ্চিত-অর্থাঃ**—যাঁরা আত্মার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করেছেন; **সংছিদ্য**—ছেদন করে; **হার্দম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **অনুমান**—তর্কের দ্বারা; **সৎ-উক্তি**—ঋষিগণ ও বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশের দ্বারা;

ধীক্ষ—ধারাল; জ্ঞান—জ্ঞানের; আসিনা—তলোয়ার দিয়ে; ভজত—তোমরা ভজনা কর; মা—আমাকে; অখিল—সকলের; সংশয়—সন্দেহ; আধিম্—কারণ (মিথ্যা অহংকার)।

অনুবাদ

ভেবে দেখ, কৃত্রিমভাবে কীভাবে কল্পনা করা হয়েছে যে, আমার মায়া শক্তির প্রভাবে, মনের এই তিনটি পর্যায়, প্রকৃতির গুণ থেকে সৃষ্ট হয়ে, সেগুলি আমাতে রয়েছে। সুনিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব নির্ধারণ করে, তোমরা ধারাল জ্ঞানের তলোয়ার ব্যবহার করে, যৌক্তিক বিচারের মাধ্যমে এবং ঋষিগণ ও বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ মতো মিথ্যা অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর, কেননা সেটিই হচ্ছে সমস্ত সন্দেহের উৎপত্তিস্থল। তারপর তোমাদের উচিত হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত আমার ভজনা করা।

তাৎপর্য

যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি আর জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আদি চেতনার সাধারণ পর্যায়গুলির উপর নির্ভর করেন না। এইভাবে ভগবানের নিকৃষ্ট প্রকৃতির ভোক্তা হওয়ার প্রবণতাযুক্ত জড় মন থেকে তিনি মুক্ত হন, এবং সব কিছুকেই ভগবানের শক্তির অংশ, সেগুলি কেবল স্বয়ং ভগবানের উপভোগের জন্যই উদ্দিষ্ট এইরূপে দর্শন করেন। চেতনার এই পর্যায়ে জীব স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি পূর্ণরূপে শরণাগত হন। ভগবান হংস সেই উপদেশ ব্রহ্মার পুত্রগণকে গ্রহণ করতে বলছেন।

শ্লোক ৩৪

ঈক্ষেত বিভ্রমমিদং মনসো বিলাসং
দৃষ্টং বিনষ্টমতিলোলমলাতচক্রম্ ।
বিজ্ঞানমেকমুরুধেব বিভাতি মায়া
স্বপ্নস্ত্রিধা গুণবিসর্গকৃতো বিকল্পঃ ॥ ৩৪ ॥

ঈক্ষেত—আমাদের দেখা উচিত; বিভ্রমম্—মোহ বা ভুল রূপে; ইদম্—এই (জড় জগৎ); মনসঃ—মনের; বিলাসম্—আবির্ভাব বা লাফিয়ে পড়া; দৃষ্টম্—আজ এখানে; বিনষ্টম্—আগামী কাল শেষ হয়ে গিয়েছে; অতিলোলম্—অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী; অলাত-চক্রম্—আগুনসহ শলাকাকে ঘোরাতে থাকলে যে লাল দাগের সৃষ্টি হয় তার মতো; বিজ্ঞানম্—আত্মা, স্বভাবতঃ পূর্ণচেতন; একম্—এক; উরুধা—বহু বিভাগ; ইব—মতো; বিভাতি—দেখায়; মায়া—এটিই মায়া; স্বপ্নঃ—নেহাৎই স্বপ্ন;

ত্রিধা—তিনভাবে; গুণ—প্রকৃতির গুণের; বিসর্গ—পরিবর্তনের দ্বারা; কৃতঃ—সৃষ্ট; বিকল্পঃ—বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি বা কল্পনা।

অনুবাদ

আমাদের দেখা উচিত জড়জগৎটি হচ্ছে মনের মধ্যে উদিত একটি স্পষ্ট মায়া। কেননা জড় বস্তুর অবস্থিতি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। এগুলিকে অগ্নিযুক্ত শলাকাকে ঘোরালে যেমন লাল রেখার সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। জীবাত্মা স্বভাবতঃ একটি পর্যায়ে শুদ্ধ চেতনায় থাকে। তবে সে এ জগতে বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন অবস্থায় আবির্ভূত হয়। প্রকৃতির গুণগুলি আত্মার চেতনাকে সাধারণ জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্বপ্নবিহীন নিদ্রা রূপ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে। এই সমস্ত বৈচিত্র্যময় অনুভূতি বস্তুতঃ মায়া। এদের অবস্থিতি স্বপ্নের মতো।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে জড় মন ও জড় ভোগ্যবস্তুর মায়াময় আদান-প্রদান থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার একটি অতিরিক্ত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করছেন। *লাস* কথাটির অর্থ "লাফানো" বা "নৃত্য করা", আর এইভাবে *মনসো বিলাসম্* বলতে এখানে জড় মন বাহ্যিকভাবে জীবনের এক ধারণা থেকে অন্য ধারণায় লাফিয়ে যাচ্ছে, এমনটিই নির্দেশ করছে। আমাদের আদি চেতনা কিন্তু এক (*বিজ্ঞানম্ একম্*)। সুতরাং, জড়জগতের যে স্বভাব "আজ আছি কাল নেই" এই চপলভাব খুব যত্ন সহকারে বিচার করে নিজেকে বিচিত্র মোহময়ী মায়া থেকে অনাসক্ত হতে হবে।

শ্লোক ৩৫

দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনিবর্ত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তূষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ ।
সংদৃশ্যতে ক্ব চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ ॥ ৩৫ ॥

দৃষ্টিম্—দৃষ্টি; ততঃ—সেই মায়া থেকে; প্রতিনিবর্ত্য—নিবৃত্ত করে; নিবৃত্ত—নিবৃত্ত; তৃষ্ণঃ—জড় আকাঙ্ক্ষা; তূষ্ণীম্—নীরব; ভবেৎ—হওয়া উচিত; নিজ—নিজের (আত্মার); সুখ—সুখ; অনুভবঃ—অনুভব করা; নিরীহঃ—জড়কার্যশূন্য; সন্দৃশ্যতে—পরিলক্ষিত; ক্ব চ—কখনো কখনো; যদি—যদি; ইদম্—এই জড় জগৎ; অবস্তু—অলীক; বুদ্ধ্যা—চেতনার দ্বারা; ত্যক্তম্—ত্যাগ করে; ভ্রমায়—আরও মোহ; ন—না; ভবেৎ—হতে পারে; স্মৃতিঃ—স্মৃতি; আ-নিপাতাৎ—আমৃত্যু।

অনুবাদ

জড়বস্তুর ক্ষণস্থায়ী মায়াময় স্বভাব জেনে মায়া থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের জড় বাসনা শূন্য হওয়া উচিত। আত্মানন্দ অনুভব করে আমাদের উচিত জড় বার্তালাপ ও ক্রিয়া-কলাপ ত্যাগ করা। যদি জড় জগৎ দর্শন করতেই হয় তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এটি সর্বোপরি বাস্তব নয়, তাই তা ত্যাগ করেছি। আমৃত্যু এইরূপ সর্বদা স্মরণ থাকলে আমরা আর মায়ায় পড়ব না।

তাৎপর্য

জড় দেহের নির্বাহের জন্য আমরা আহার ও নিদ্রা এড়িয়ে যেতে পারি না। এইভাবে এবং অন্যান্যভাবেও সময় সময় আমরা জড় জগৎ এবং আমাদের নিজেদের দৈহিক ব্যাপারে কাজ করতে বাধ্য হই। এই সময়ে আমাদের মনে রাখা উচিত, জড়জগৎ বাস্তব সত্য নয় এবং কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার জন্য আমরা তা ত্যাগ করেছি। সর্বদা এইরূপ স্মরণ করার মাধ্যমে অন্তরে দিব্য আনন্দ অনুভব করার ফলে এবং কায় মনো বাক্যে সমস্ত জড় কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত হলে আমরা জড় মায়ায় পতিত হব না।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ভাষ্য প্রদান করেছেন, "জীবাত্মার ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান কালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। নিজের ভোগের জন্য কোনও কিছু করাও উচিত নয়। বরং তার উচিত পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ব্রতী হয়ে চিন্ময় আনন্দ অনুসন্ধান করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব যে, কেউ যদি ব্যক্তিগত ভোগের জন্য কোনও জড়বস্তু গ্রহণ করে তবে অনিবার্যভাবে তার আসক্তি বাড়বে আর মায়ার দ্বারা সে বিভ্রান্ত হবে। ধীরে ধীরে আমাদের দিব্য দেহ লাভ হলে, আমরা জড় জগতে আর কোনও কিছুই ভোগ করতে কামনা করব না।

শ্লোক ৩৬

দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্ ।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ ॥ ৩৬ ॥

দেহম্—জড় দেহ; চ—এবং; নশ্বরম্—নশ্বর; অবস্থিতম্—অবস্থিত; উত্থিতম্—উত্থিত; বা—বা; সিদ্ধঃ—সিদ্ধ; ন পশ্যতি—দেখে না; যতঃ—যেহেতু; অধ্যগমৎ—লাভ করেছে; স্ব-রূপম্—তার স্বরূপ; দৈবাৎ—দৈবের দ্বারা; অপেতম্—দূরীভূত;

অথ—অথবা এইভাবে; দৈব—দৈবের; বশাৎ—নিয়ন্ত্রণে; উপেতম্—লাভ করেছে; বাসঃ—বস্ত্র; যথা—যেমন; পরিকৃতম্—পরিহিত; মদিরা—মদ্যের; মদ—নেশার দ্বারা; অন্ধঃ—অন্ধ।

অনুবাদ

একজন মদ্যপ যেমন বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত কি না নিজে লক্ষ্য রাখে না। তদ্রূপ যিনি আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সিদ্ধ হয়ে স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি লক্ষ্য করেন না তাঁর জড় দেহটি বসে রয়েছে না দাঁড়িয়ে। বাস্তবে ভগবানের ইচ্ছায় দেহ যদি শেষ হয়ে যায় অথবা ভগবানের ইচ্ছায় তিনি যদি নতুন দেহ লাভ করেন, আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি তা লক্ষ্য করেন না, ঠিক যেমন একজন মদ্যপের বাহ্য আবরণের চেতনা থাকে না তেমনই।

তাৎপর্য

চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণভক্ত জড় জগতে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেন না। তিনি সর্বদা ভগবানের সেবায় রত থাকেন এবং তিনি জানেন ক্ষণস্থায়ী দেহ এবং চঞ্চল মন জড়। কৃষ্ণভাবনায় উন্নত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তিনি ভগবানের সেবায় ব্রতী হন। এই শ্লোকে মদ্যপের দৃষ্টান্তটি খুব সুন্দর। সবাই জানেন যে, সামাজিক জড় উৎসবাদিতে মানুষ মদ্য পান করে তাদের বাহ্য চেতনা হারিয়ে ফেলে। তদ্রূপ, মুক্ত আত্মা, ইতিমধ্যেই তাঁর দিব্য দেহ লাভ করেছেন। তিনি জানেন যে তাঁর অবস্থিতি জড় দেহের উপর নির্ভরশীল নয়। মুক্ত আত্মা অবশ্য তাঁর শরীরের উপর কোনও শাস্তি বিধান করেন না, বরং তিনি নিরপেক্ষ থেকে মনে করেন ভগবানের ইচ্ছায় তাঁর গতি হবে।

শ্লোক ৩৭

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ ॥ ৩৭ ॥

দেহঃ—দেহ; অপি—ও; দৈব—পরমেশ্বরের; বশগঃ—বশে; খলু—অবশ্যই; কর্ম—সকাম কর্মের শেকল; যাবৎ—যাবৎ; স্ব-আরম্ভকম্—যা আরম্ভ করে বা নিজে থেকেই চলতে থাকে; প্রতিসমীক্ষতে—জীবিত থাকে আর অপেক্ষা করে; এব—নিশ্চিতরূপে; স-অসুঃ—প্রাণবায়ু এবং ইন্দ্রিয়সহ; তম্—সেই (শরীর); স-প্রপঞ্চম্—বিবিধ প্রকাশ সহকারে; অধিরূঢ়—উচ্চে অবস্থিত; সমাধি—সিদ্ধাবস্থা; যোগঃ—

যোগপদ্ধতিতে; **স্বাপ্নম্**—স্বপ্নের মতো; **পুনঃ**—পুনরায়; **ন ভজতে**—ভজনা বা অনুশীলন করেন না; **প্রতিবুদ্ধ**—যিনি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত; **বস্তুঃ**—পরম সত্যে।

অনুবাদ

পরম নিয়ন্তার অধীনে জড় দেহ কাজ করে সুতরাং যতক্ষণ তার কর্ম শেষ না হয় ততক্ষণই তাকে ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু সহ জীবিত থাকতে হবে। অবশ্য আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি যিনি পরম সত্যে উপনীত হয়েছেন, এবং যোগের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড় দেহের প্রতি বা তার বিভিন্ন প্রকাশের নিকট পুনরায় আত্মসমর্পণ করবেন না। কেননা তিনি জানেন এটি স্বপ্নে দেখা শরীরের মতো।

তাৎপর্য

যদিও পূর্ব শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আত্মোপলব্ধ ব্যক্তি দেহের প্রতি মনোনিবেশ করবেন না, তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বোকার মতো অনাহারে থাকতে হবে বা দেহের ক্ষতি করতে হবে তাও নয়, বরং তাঁকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না তাঁর পূর্বকৃত সকাম কর্মের ধারাবাহিক ফল লাভ করা আপনা থেকেই শেষ হচ্ছে। সেই সময় শরীর আপনা থেকেই নিয়তি অনুসারে মারা যাবে। কিছু সন্দেহ হয়তো জাগতে পারে যে, কৃষ্ণভক্ত যদি দেহের প্রতিপালনের জন্য মনোনিবেশ করেন, তবে কি পুনরায় তাঁর দেহের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন যিনি কৃষ্ণভাবনার উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, উপলব্ধি করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বস্তু বা সত্য, তিনি আর কখনও জড় দেহের মায়াময় পরিচিতির নিকট মাথা নত করেন না। কেননা এটি ঠিক একটি স্বপ্নে দেখা শরীরের মতো।

শ্লোক ৩৮

ময়ৈতদুক্তং বো বিপ্রা গুহ্যং যৎ সাংখ্যযোগয়োঃ ।
জানীত মাগতং যজ্ঞং যুষ্মদ্ধর্মবিবক্ষয়া ॥ ৩৮ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **এতৎ**—এই (জ্ঞান); **উক্তম্**—উক্ত হয়েছে; **বঃ**—তোমাদেরকে; **বিপ্রাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **যৎ**—যা; **সাংখ্য**—দার্শনিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে চেতন থেকে জড় বস্তুকে পৃথক করা যায়; **যোগয়োঃ**—এবং অষ্টাঙ্গ যোগপদ্ধতি; **জানীত**—উপলব্ধি কর; **মা**—আমাকে; **আগতম্**—আগত; **যজ্ঞম্**—বিষ্ণুরূপে যজ্ঞের পরম প্রভু; **যুষ্মৎ**—তোমার; **ধর্ম**—ধর্ম; **বিবক্ষয়া**—ব্যাখ্যা করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

প্রিয় ব্রাহ্মণগণ, আমি তোমাদের নিকট জড় ও চিন্ময় বস্তুর পার্থক্য নিরূপণকারী সাংখ্যযোগ, এবং অষ্টাঙ্গ যোগ, যার দ্বারা পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া যায়, সে সম্বন্ধে বর্ণনা করলাম। তোমরা বোঝার চেষ্টা কর আমি পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু, যথার্থ ধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তোমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার পুত্রগণের বিশ্বাস দৃঢ় করতে এবং তাঁর শিক্ষার মর্যাদা বর্ধন করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে এখানে পরমেশ্বর বিষ্ণু বলে সরাসরি পরিচয় জ্ঞাপন করছেন। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, *যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ*। সাংখ্য যোগ এবং অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যাখ্যা করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঋষিদের "আপনি কে" এই আদি প্রশ্নের স্পষ্টভাবে উত্তর প্রদান করছেন। এইভাবে শ্রীব্রহ্মা এবং তাঁর পুত্রগণ ভগবান হংসের নিকট থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৯

অহং যোগস্য সাংখ্যস্য সত্যস্যর্তস্য তেজসঃ ।
পরায়ণং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়ঃ কীর্তের্দমস্য চ ॥ ৩৯ ॥

অহম্—আমি; যোগস্য—যোগপদ্ধতির; সাংখ্যস্য—বিশ্লেষণ পদ্ধতির দর্শনের; সত্যস্য—ধর্ম কর্মের; ঋতস্য—সত্য ধর্মের; তেজসঃ—তেজের; পর-অয়ণম্—পরম আশ্রয়; দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ; শ্রিয়ঃ—সৌন্দর্যের; কীর্তেঃ—খ্যাতির, দমস্য—আত্মসংযমের; চ—ও।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ জেনে রেখো যে, আমিই হচ্ছি যোগপদ্ধতির, সাংখ্য দর্শনের, ধর্মকর্মের, সত্য ধর্মের, তেজ, সৌন্দর্য, খ্যাতি এবং আত্ম সংযমের পরম আশ্রয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, সমার্থক শব্দ *সত্যস্য* এবং *ঋতস্য* বলতে বোঝায়, যথাক্রমে, ধর্মের সুষ্ঠু ও যথাযথ পালন এবং ধর্মের মনোজ্ঞ উপস্থাপন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে ব্রহ্মার পুত্রগণ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবছিলেন, "এইমাত্র আমরা কি অপূর্ব জ্ঞান শ্রবণ করলাম।" তাঁদের বিস্ময়ান্বিত দেখে, তাঁদের তাঁর সম্বন্ধে উপলব্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য ভগবান নিম্নের শ্লোকটি বলেছেন।

শ্লোক ৪০

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্ ।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়োঽগুণাঃ ॥ ৪০ ॥

মাম্—আমাকে; **ভজন্তি**—সেবা করে এবং আশ্রয় গ্রহণ করে; **গুণাঃ**—গুণগুলি; **সর্বে**—সকলে; **নির্গুণম্**—প্রকৃতির গুণমুক্ত; **নিরপেক্ষকম্**—অনাসক্ত; **সুহৃদম্**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **প্রিয়ম্**—প্রিয়তম; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **সাম্য**—সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত; **অসঙ্গ**—অনাসক্তি; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **অগুণাঃ**—জড়গুণের পরিবর্তন শূন্য।

অনুবাদ

সমস্ত উন্নত দিব্য গুণাবলী যেমন, গুণাতীত, অনাসক্ত, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়তম, পরমাত্মা, সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত এবং জড় গুণাবলীর পরিবর্তন থেকেও মুক্ত—এই সমস্তই আমার মধ্যে তাদের আশ্রয় এবং পূজনীয় বস্তু খুঁজে পায়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বশ্লোকে তাঁর পরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করায় ব্রহ্মার পুত্রগণ হয়তো ভগবানের অবস্থান সম্বন্ধে একটুখানি সন্দেহ করছিলেন। ভাবছিলেন যে, তাঁরা ভগবানের মনে কিছুটা গর্ব ভাব লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং ভগবান হংসের নিকট থেকে সদ্য প্রাপ্ত উপদেশাবলীতে তাঁরা সন্দিহান হতে পারেন এইরূপ মনোযোগীতা আশা করেই ভগবান তৎক্ষণাৎ বর্তমান শ্লোকে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, ভগবানের শরীর কোনও সাধারণ জীব, এমন কি ব্রহ্মার পর্যায়ের জীবের শরীরের মতোও নয়। কেননা ভগবানের দিব্য শরীর তাঁর নিত্য আত্মা থেকে অভিন্ন, আর তাতে মিথ্যা অহংকারের মতো কোনও জড়গুণাবলীর স্থানই সেখানে নেই। ভগবানের দিব্য রূপ নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। আর তাই তিনি *নির্গুণম্* প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে। যেহেতু মায়াশক্তি নিবেদিত তথাকথিত উপভোগের প্রতি ভগবান ভ্রূক্ষেপও করেন না, তাই তাঁকে বলা হয় *নিরপেক্ষম্* এবং তাঁর ভক্তদের তিনি শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ার ফলে তাঁকে বলা হয় *সুহৃদম্*। *প্রিয়ম্* শব্দে বোঝায় ভগবান হচ্ছেন পরম প্রেমাস্পদ এবং তিনি তাঁর ভক্তদের সঙ্গে অপূর্ব স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন করেন। *সাম্য* বলতে বোঝায় সমস্ত প্রকার জাগতিক ব্যাপারে তিনি নিরপেক্ষ এবং অনাসক্ত। যিনি জাগতিক কোনও উপাধির অপেক্ষা করেন না কিন্তু তাঁর চরণাশ্রিতকে কৃপা প্রদর্শন করেন, সেই ভগবানের মধ্যে এই সমস্ত এবং অন্যান্য উন্নত গুণাবলী তাদের আশ্রয়

এবং পূজ্যকে খুঁজে পায়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১৬/২৬-৩০) পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী ভূমিদেবী ভগবানের দিব্য গুণাবলীর একটি তালিকা প্রদান করেছেন, আর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* আরও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ ভগবানের গুণাবলী অসীম, তবে তাঁর দিব্য মহিমা উপস্থাপন করার জন্য সেই গুণাবলীর একটি ছোট্ট নমুনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্য *কাল সংহিতা* থেকে এইরূপ উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। "দেবতাগণ দিব্যগুণাবলীতে যথাযথভাবে ভূষিত নন। বাস্তবে তাঁদের ঐশ্বর্য সীমিত, তাই তাঁরা পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। কেননা ভগবান হচ্ছেন একই সঙ্গে সমস্ত জড়গুণ থেকে মুক্ত এবং সমস্ত দিব্যগুণাবলীতে সম্পূর্ণরূপে বিভূষিত। সেই গুণাবলী কেবল তাঁর স্বয়ংরূপেই সম্ভব।

শ্লোক ৪১

ইতি মে ছিন্নসন্দেহা মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ।
সভাজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যাগৃণত সংস্তবৈঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি—এইভাবে; **মে**—আমার দ্বারা; **ছিন্ন**—ধ্বংস প্রাপ্ত; **সন্দেহাঃ**—তাদের সমস্ত সন্দেহ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **সনক-আদয়ঃ**—সনকাদি কুমারগণ; **সভাজয়িত্বা**—সম্পূর্ণরূপে আমার আরাধনা করে; **পরয়া**—দিব্য প্রেম সমন্বিত; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **অগৃণত**—আমার গুণকীর্তন করেছে; **সংস্তবৈঃ**—সুন্দর মন্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

(ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে থাকলেন) প্রিয় উদ্ধব, এইভাবে আমার কথায় সনকাদি ঋষিগণের সমস্ত সন্দেহ বিদূরীত হয়েছিল। দিব্য প্রেম ও ভক্তি সহকারে তারা আমার পূজা করে, আমার মহিমা সমন্বিত অনেক সুন্দর সুন্দর স্তব পাঠ করেছিল।

শ্লোক ৪২

তৈরহং পূজিতঃ সম্যক্ সংস্তুতঃ পরমর্ষিভিঃ ।
প্রত্যেয়ায় স্বকং ধাম পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪২ ॥

তৈঃ—তাদের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **পূজিতঃ**—পূজিত; **সম্যক্**—সম্যকরূপে; **সংস্তুতঃ**—সংস্তুত; **পরম-ঋষিভিঃ**—ঋষিশ্রেষ্ঠদের দ্বারা; **প্রত্যেয়ায়**—আমি ফিরেছিলাম; **স্বকম্**—আমার নিজের; **ধাম**—ধাম; **পশ্যতঃ পরমেষ্ঠিনঃ**—শ্রীব্রহ্মার চোখের সামনে।

অনুবাদ

এইভাবে সনকাদি মহর্ষিগণ যথাযথভাবে আমার পূজা ও স্তব-স্তুতি করল, ব্রহ্মা কেবল দর্শন করতে থাকল, আর আমি আমার ধামে প্রত্যাবর্তন করলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।